গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ বন্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল

Tree Plantation and Conservation and Tree Resources Distribution Activities Implementation Manual under Local Government Engineering Department

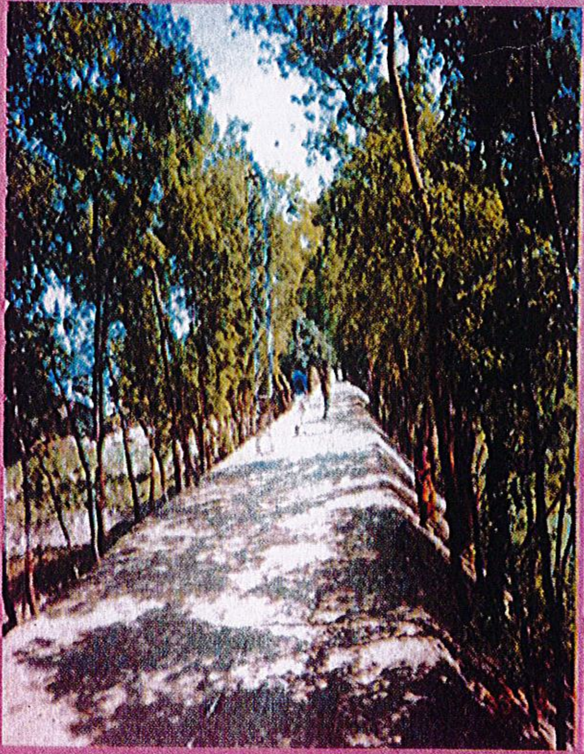

Local Government Engineering Department

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

April 2003

এপ্রিল ২০০৩ ইং

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ বন্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এলজিইডি সদর দপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭

এপ্রিল ২০০৩ ইং

পূর্বকথা

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
(প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ইতোপূর্বে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের জন্য সার্বিকভাবে অনুসরণযোগ্য সমন্বিত বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ম্যানুয়ালের একটি খসড়া পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১ তৈরী করেছিল। সে সময় স্থানীয় সরকার বিভাগ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীকে তরান্বিত করার জন্য এর আওতায় এতদ্সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুসরণীয় বৃক্ষরোপন কার্যক্রম বাস্তবায়নমূলক নির্দেশনা জারী করতে আগ্রহী হয় এবং অনুরূপ একটি খসড়া এলজিইডিকে মন্ত্রণালয় পেশ করতে অনুরোধ করে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১ কর্তৃক প্রণীত খসড়া ম্যানুয়াল পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে এলজিইডি মন্ত্রণালয়ে পেশ করে। পরবর্তীতে এই খসড়াটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করে স্থানীয় সরকার বিভাগ বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারী করে। এ সময় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১'র প্রকল্প পরিচালক হিসাবে উক্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন কাজের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেছি। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিকা প্রকাশ হওয়ার পর প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশে সামগ্রিকভাবে এলজিইডি'র জন্য অনুসরণীয় বৃক্ষরোপণ বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও আমাকে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল প্রণয়নের সময় সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হয়েছে যাতে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে। অনভিপ্রেত কোন রকম অসংগতি দেখা দিলে দ্রুত পরিমার্জনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল প্রণয়নে যাঁরা বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করেছেন তাঁদের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

বর্তমানে প্রণীত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ম্যানুয়ালের সার্বিক সুষ্ঠু ব্যবহার কামনা করি।

মোঃ ওয়াহিদুর রহমান

মুখবন্ধ

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে দেশে আর্থ সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বরাবর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এতদ্ উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষায় সরকারী, বেসরকারী, দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে এলজিইডি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

বর্তমানে এলজিইডি আওতাধীন সমস্ত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও সরকারী রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে বৃক্ষরোপন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে বাস্তবায়িত হয়। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের গৃহীত বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে স্ব স্ব প্রকল্পের অনুকূলে প্রণীত নীতিমালা এ যাবৎ অনুসৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের জন্য একটি সমন্বিত ম্যানুয়াল প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ "স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ বন্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" নাম সম্বলিত একটি নির্দেশিকা জারী করেছে যাতে এই বিভাগের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে গৃহীত কার্যক্রমের জন্য প্রণীত নির্দেশিকাসমূহ ও আহরিত অভিজ্ঞতা অনুসৃত হয়েছে। আলোচ্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ বন্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল স্থানীয় সরকার বিভাগের জারীকৃত নির্দেশিকার অনুসরণেই প্রণীত হয়েছে।

বর্তমান বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ম্যানুয়ালে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করা হয়েছে। এলজিইডির বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের পরিধি বিশ্লেষণ পূর্বক একে মূলতঃ তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছেঃ ক) অফিস প্রাঙ্গন ও অন্যান্য পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণ, খ) রাস্তায় বৃক্ষরোপণ যাতে রাস্তার off pavement'র রক্ষণাবেক্ষণকে সমন্বিত ও আবশ্যিক করা হয়েছে এবং গ) ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের অধীন বাঁধ/খাল পাড়ে বৃক্ষরোপন।

বর্তমানে প্রণীত বৃক্ষরোপণ ম্যানুয়াল সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে গৃহীত উভয় ধরণের কার্যক্রমকে আওতাভুক্ত করবে।

আশা করি, প্রণীত বৃক্ষরোপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল এলজিইডির কার্যক্রমকে আরো তরান্বিত, সফল ও কার্যকরী করে তুলবে।

মোঃ শহীদুল হাসান

ঃসূচীপত্রঃ

১. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অফিস প্রাঙ্গন ও পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ ১-২

- ১.১ জমি প্রাপ্যতা
- ১.২ স্কীম তৈরী ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ
- ১.৩ বাস্তবায়ন
- ১.৪ বৃক্ষসম্পদ বন্টন
- ১.৫ অর্থায়ন
- ১.৬ বাস্তবায়নকারী অফিস ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
- ১.৭ বাস্তবায়নকারী অফিস ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব

২. রাস্তায় বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ ৩-৯

- ২.১ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ
- ২.২ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা
- ২.৩ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন
  - ২.৩.১ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের স্কীম চিহ্নিত করণ, স্কীম তৈরী, অনুমোদন, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া
  - ২.৩.২ সংগঠিত মহিলা দলের দ্বারা লেনথপারসন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন
  - ২.৩.৩ কর্মী নির্বাচন
  - ২.৩.৪ কর্মী নির্বাচনের নীতিমালা
  - ২.৩.৫ সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন
  - ২.৩.৬ প্রচারণা
  - ২.৩.৭ সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও নির্বাচন
  - ২.৩.৮ দল গঠন
  - ২.৩.৯ মহিলা কর্মীর দায়িত্ব
  - ২.৩.১০ সহ দলনেত্রীর দায়িত্ব
  - ২.৩.১১ দলনেত্রীর দায়িত্ব
  - ২.৩.১২ সুপারভাইজার নিয়োগ
  - ২.৩.১৩ নিয়োগপত্র প্রদান
  - ২.৩.১৪ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য কর্মী মহিলাদের মধ্যে সরঞ্জামাদী প্রদান
  - ২.৩.১৫ কার্যক্রম বাস্তবায়নের আরম্ভকাল
- ২.৪. প্রশিক্ষণ ১০
  - ২.৪.১ সাধারণ সচেতনতা, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের উপর মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ
  - ২.৪.২ সাধারণ সচেতনতা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের উপর মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ
- ২.৫. পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ ১১-১২
  - ২.৫.১ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কর্মসূচী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি
- ২.৬ মজুরী ১২-১৩
  - ২.৬.১ মজুরী নির্ধারণ
  - ২.৬.২ ব্যাংক এ্যাকাউন্ট
  - ২.৬.৩ মজুরী প্রদান
  - ২.৬.৪ বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

২.৭ বৃক্ষসম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় বণ্টন ১৩-১৫
২.৭.১ বৃক্ষসম্পদ বণ্টন পদ্ধতি
২.৭.২ ছক : বৃক্ষসম্পদ বণ্টন
২.৭.৩ গৃহীত নীতিমালা অনুসারে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বৃক্ষসম্পদ বণ্টনের জন্য চুক্তিনামা স্বাক্ষর
২.৭.৪ চুক্তিনামা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
২.৮ অর্থায়ন ১৫
২.৮.১ কার্যক্রমের অর্থায়ন উৎস
২.৮.২ অর্থায়ন প্রক্রিয়া
২.৯ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ **(off-pavement)**, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডিসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের দায়িত্বের বিবরণ ১৫-১৭
২.৯.১ ইউপির দায়িত্ব
২.৯.২ ইউপির মহিলা মেম্বার/পুরুষ মেম্বারের দায়িত্ব
২.৯.৩ ইউপি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব
২.৯.৪ উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব
২.৯.৫ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব
২.৯.৬ এলজিইডি'র কম্যুনিটি অর্গানাইজারের দায়িত্ব
২.৯.৭ উপসহকারী প্রকৌশলীর দায়িত্ব
২.৯.৮ উপজেলা প্রকৌশলীর দায়িত্ব
২.৯.৯ এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ)-এর দায়িত্ব
২.৯.১০ জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব
৩. বাঁধ/খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ ১৮-২০
৩.১ বাঁধ/খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ প্রস্তাব বাছাই
৩.২ বাস্তবায়ন
৩.৩ বৃক্ষজাত নির্বাচন
৩.৩.১ বৃক্ষরোপণ দুরত্ব
৩.৩.২ গাছের চারা রোপণ পদ্ধতি
৩.৩.৩ গাছের পরিচর্যা ও বিধিনিষেধ
৩.৩.৪ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ
৩.৪ মজুরী
৩.৫ অর্থায়ন
৩.৬ বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৩.৭ বৃক্ষসম্পদ বন্টন
৩.৮ বাঁধে বা খাল পাড়ে উৎপাদিত বৃক্ষের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বণ্টন

সংযোজনীঃ

রাস্তাঃ

রাস্তা/সংযোজনী -১ ঃ বৃক্ষজাত নির্বাচন, বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষরোপনে সতর্কতা
রাস্তা/সংযোজনী -২ ঃ চারা রোপণ পদ্ধতি
রাস্তা/সংযোজনী -৩ ঃ Points Value for Priority Ranking
রাস্তা/সংযোজনী -৪ ঃ Technical Report
রাস্তা/সংযোজনী -৫ ঃ Format for Cost Estimate
রাস্তা/সংযোজনী -৬ ঃ কর্মী মহিলাদের নিয়োগপত্র
রাস্তা/সংযোজনী -৬/ক ঃ সুপারভাইজারের নিয়োগপত্র
রাস্তা/সংযোজনী -৭ ঃ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ স্কীম কর্মী মহিলাদের কাজের সরঞ্জামাদী প্রাপ্তি স্বীকার পত্র
রাস্তা/সংযোজনী -৮ ঃ নিয়মিত রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা মনিটরিং রেজিস্টার

রাস্তা/সংযোজনী -৮/ক : কাজের কোড ও বিবরণ
রাস্তা/সংযোজনী -৮/খ : মহিলা কর্মীদের দ্বারা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের দৈনন্দিন হিসাব
রাস্তা/সংযোজনী -৯ : নিয়মিত রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যার মাসিক মনিটরিং
রাস্তা/সংযোজনী -১০ : মাসিক মনিটরিং সামারি রিপোর্ট
রাস্তা/সংযোজনী -১১ : বৃক্ষসম্পদ বন্টন চুক্তি

বাঁধঃ

বাঁধ/সংযোজনী -১ : উপ-প্রকল্প বাঁধ/খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ প্রস্তাবনা
বাঁধ/সংযোজনী -২ : সিডিউল-১
বাঁধ/সংযোজনী -৩ : ১৫০ টাকা মূল্যমানের ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে সম্পাদনযোগ্য
বাঁধ/সংযোজনী -৪ : কেয়ার-টেকার দায়িত্ব কর্তব্য ও নিয়োগের শর্তাবলী
বাঁধ/সংযোজনী -৫ : বাঁধে বৃক্ষরোপণ প্রণালীর নমুনা
বাঁধ/সংযোজনী -৬ : মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ছক

সংযুক্তিঃ

সংযুক্তি -১ : Key Documents

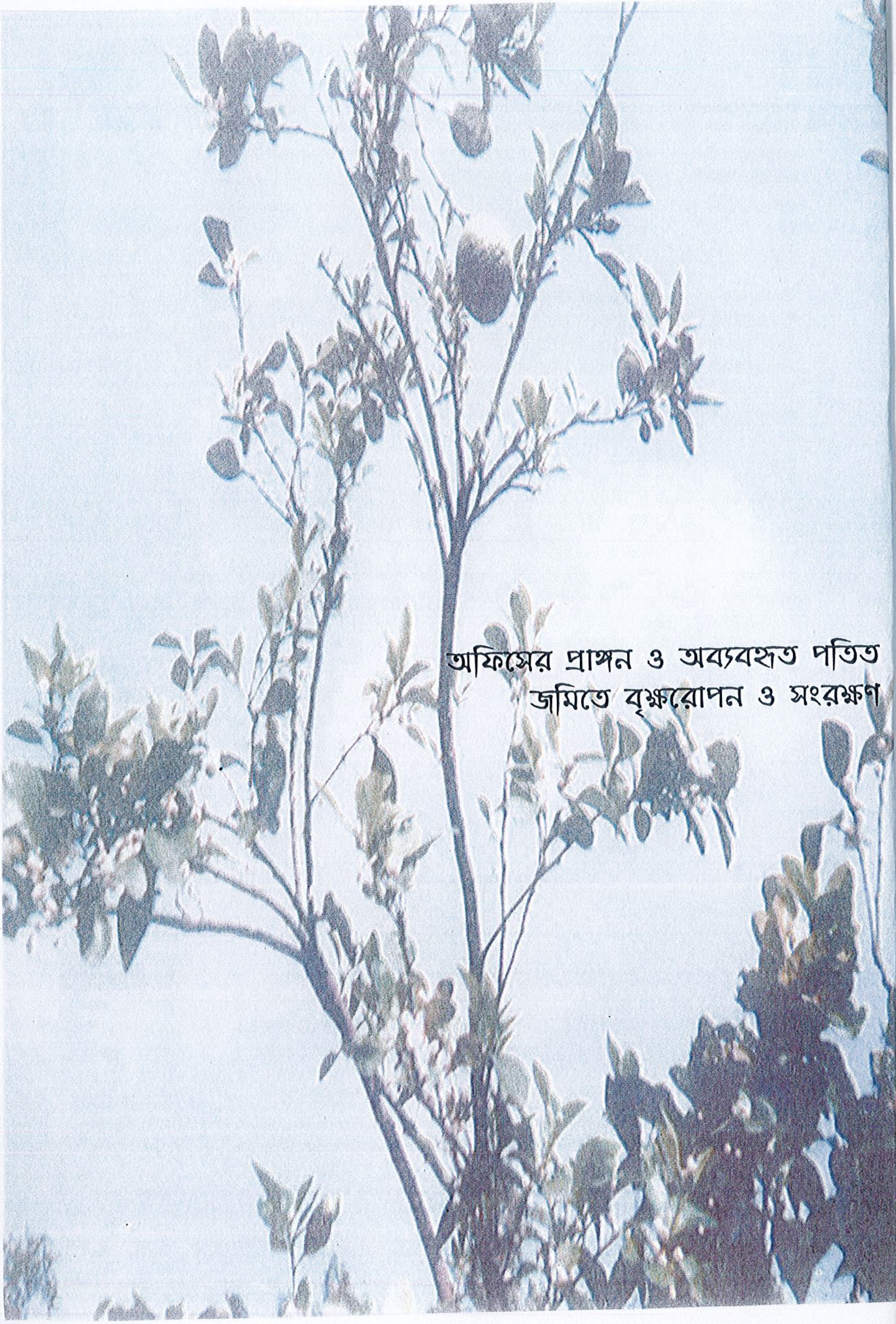

অফিসের প্রাঙ্গন ও অব্যবহৃত পতিত জমিতে বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ

১. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অফিস প্রাঙ্গন ও অব্যবহৃত পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ

১.১ জমি প্রাপ্যতা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসের উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, গোডাউন সংলগ্ন পতিত জমি অথবা যে কোন রকম পতিত জমি যা অদূর ভবিষ্যতে অন্য কোন কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা নাই এরূপ জমি বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে।

১.২ স্কীম তৈরী ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ

ক) উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস প্রাঙ্গন তথা উপজেলা পরিষদের প্রাঙ্গনের বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা প্রকৌশলী স্কীম তৈরী করবেন। প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর পরামর্শ গ্রহণ করবেন। তদনুসারে প্রাক্কলন তৈরী করবেন।

খ) গোডাউন প্রাঙ্গন ও অন্যান্য পতিত জমির ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর পরামর্শ অনুযায়ী স্কীম ও প্রাক্কলন তৈরী করবেন।

গ) জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী অফিস প্রাঙ্গনের বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের স্কীমের ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ঘ) প্রাপ্ত জমির স্বল্পতার জন্য স্কীম তৈরীর প্রয়োজনীয়তা নাও দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের কাজ চলবে।

১.৩ বাস্তবায়ন

স্কীম বা স্কীম বহির্ভুত ব্যবস্থায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বৃক্ষরোপনের নিম্নোক্ত বিষয় অনুসরণ করতে হবেঃ

ক) **বৃক্ষজাত নির্বাচন**

৫০% বনজ, ৩০% ফলজ ও ২০% ওষধি জাতের চারা লাগাতে হবে। যেমন মেহগনি, বকুল, চম্পাফুল, সেগুন, কাঞ্চন, ঝাউ, নাগেশ্বর, কাঠবাদাম, দেবদারু, অর্জুন, নিম, ছাউয়ান, মহুয়া জাম, কাঁঠাল, আমড়া, পেয়ারা, হরতুকী, বয়রা, আমলকি, তেঁতুল, নারিকেল ইত্যাদি প্রজাতির গাছ রোপণ করতে হবে। তবে প্রাঙ্গনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এমন গাছ উপরোক্ত তালিকা থেকে বাছাই করা যেতে পারে।

খ) **চারা সংগ্রহ**

এলজিইডি'র নার্সারী থেকেই চারা সংগ্রহ করতে হবে। তবে এলজিইডি'র নার্সারীতে পাওয়া না গেলে প্রয়োজনীয় প্রজাতির চারা সংগ্রহের লক্ষ্যে অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী নার্সারী থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

গ) **বৃক্ষরোপনের দূরত্ব**

প্রাঙ্গনের জমির অবস্থান ও ভূমিরূপ সাপেক্ষে ১, ২, বা ৩ সারিতে বা প্রয়োজনে তারও অধিক সারিতে চারা লাগানো যাবে।

ঘ) **রোপণ পদ্ধতি**

গর্তের মাপ এক হাত চওড়া ও এক হাত গভীর হবে। চারা রোপনের দুই সপ্তাহ পূর্বে গর্তে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

ঙ) যত্ন ও পরিচর্যা

- বেড়া বা খাঁচা দিয়ে গরু ছাগল থেকে রক্ষা করা
- মাটিতে আর্দ্রতার অভাব হলে সেচ দেয়া
- চারার চারিদিকের মাটি আগাছা মুক্ত রাখা
- রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে দমন করা

চ) কর্মী নিয়োগ

স্কীমের জন্য কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দুঃস্থ মহিলাদের নিযুক্ত করতে হবে। স্কীম বহির্ভূত হলে এম,এল,এস,এস/মালির চলতি কাজের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

ছ) প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের দরকার হলে বন দপ্তরের বা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের স্থানীয় কর্মীর দ্বারা বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের উপর নিযুক্ত কর্মীদের হাতে কলমে একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

জ) মজুরী প্রদান

- স্কীমের ক্ষেত্রে নিযুক্ত মহিলা কর্মীগণ বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা কাজ করবেন এবং স্থানীয় শ্রমবাজারের রেট অনুযায়ী দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে তাদের পাক্ষিক/মাসিক মজুরী প্রদান করতে হবে।
- স্কীম বহির্ভূত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত এম,এল,এস,এস/মালির জন্য মাসিক ইনসেনটিভের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১.৪ বৃক্ষসম্পদ বন্টন

ক) উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপনের ক্ষেত্রে গাছ ও ফলের সম্পূর্ণ মালিক হবে উপজেলা পরিষদ এবং গাছ ও ফলের বিক্রয় লব্ধ অর্থ প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব আয় খাতে জমা হবে।

খ) এলজিইডির গোডাউন, পতিত জমি, জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের প্রাঙ্গনের উৎপাদিত বৃক্ষ ও ফলের বিক্রয় লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা হবে।

১.৫ অর্থায়ন

ক) উপজেলা পরিষদের অফিস প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের অর্থায়ন উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিল থেকে নির্বাহ করতে হবে।

খ) এলজিইডি'র গোডাউন, পতিত জমি ও অফিস প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপনের ক্ষেত্রে সরকারী রাজস্ব তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ খাত থেকে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৬ বাস্তবায়নকারী অফিস ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ক) উপজেলা পরিষদের অফিস প্রাঙ্গনের বা গোডাউনের পতিত জমিতে বৃক্ষায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকৌশলীই দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন।

খ) এলজিইডি'র গোডাউন, অফিস প্রাঙ্গন বা অন্যান্য পতিত জমিতে বৃক্ষরোপনের সার্বিক দায়িত্ব জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী পালন করবেন।

১.৭ বাস্তবায়নকারী অফিস ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব

ক) জমি চিহ্নিত করা
খ) পরিকল্পনা/স্কীম তৈরী করা
গ) কর্মী নিয়োগ ও মজুরী প্রদান করা
ঘ) পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করা
ঙ) বৃক্ষ ও ফল থেকে লব্ধ অর্থ নির্দেশিত তহবিলে জমা দান করা

রাস্তায় বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ

২. রাস্তায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ

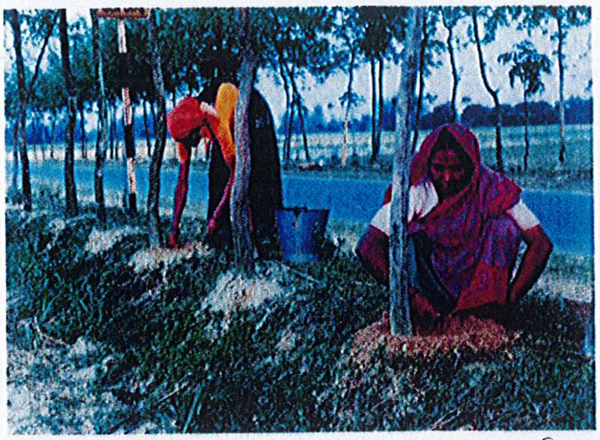

রাস্তায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের সাথে রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ (off-pavement) কার্যক্রমকে যুক্ত করে একটি সমন্বিত কর্মকান্ড হিসাবে পরিচালিত করতে হবে।

২.১ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ

ক) রাস্তার ধরণ

যে সকল রাস্তা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বা সরকারী রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে সে সব রাস্তাকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় গ্রহণ করতে হবে। তবে এসব রাস্তার মধ্যে ফিডার রোড এবং রুরাল রোড-১ অগ্রাধিকার পাবে।

খ) রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিবরণ

- রাস্তার ধরণ অনুসারে নির্দিষ্ট মাপের নির্মিত সোল্ডার নানা কারণে ভেঙ্গে ছোট হতে থাকলে ষ্টান্ডার্ড অনুযায়ী পুনঃ স্থাপন করা,
- ছোট-ছোট গর্ত, চাকার দ্বারা সৃষ্ট গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির পানি সত্ত্বর নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এবং সকল প্রকার গর্ত পুরণ করে দুরমুজ দ্বারা মাটি কমপ্যাক্ট করা,
- রাস্তার উচু/নীচু বিপর্যস্ত ও সোল্ডার মেরামত ও ঢাল যথাযথ সংরক্ষণ করা,
- রাস্তার পার্শ্ব ঢাল মেরামত করা,
- রাস্তার পার্শ্ব ঢালে প্রয়োজনে ঘাসের চাপড়া পুনঃ স্থাপন করা,
- রাস্তার পার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করা, ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গল পরিষ্কার করা,
- ব্রীজ/কালভার্টের ইনলেট, আউটলেট জলপ্রণালীতে জমে থাকা আবর্জনা পরিস্কার করা,
- ব্রীজের এবাটমেন্ট/উইংওয়াল হতে আগাছা তুলে পরিস্কার করা এবং
- বর্ষাকালীন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাস্তার কাঁধে মাটির স্তুপ তৈরী করা।

২.২. বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা

রাস্তার ক্ষয় রোধ এবং স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করার স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া হিসাবে এবং বৃক্ষসম্পদ উৎপাদনের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার কাজকে সফল করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সামগ্রিকভাবে অনুসরণ করতে হবেঃ

ক) বৃক্ষজাত নির্বাচন

- মাটির অবস্থা এবং স্থানীয় প্রয়োজনকে সামনে রেখে বৃক্ষজাত নির্বাচন করতে হবে।
- পরিবেশের সাথে খাপ খাবে না এমন বৃক্ষজাত রোপণ করা চলবে না। বিদেশী বৃক্ষজাতের ব্যাপারে সরকারী অনুমোদন থাকতে হবে।
- রোপিত মোট চারার শতকরা ৫০ ভাগ বনজ ৩০ ভাগ ফলজ ও ২০ ভাগ ওষধি বৃক্ষ হতে হবে। (রাস্তা/সংযোজনী- ১) ও (রাস্তা/সংযোজনী- ১/ক)।

খ) চারা সংগ্রহ

- এলজিইডি'র নার্সারীতে সকল প্রজাতির উন্নতমানের চারা পাওয়া যায়। তবে বনবিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ বা বেসরকারী নার্সারীতেও ভাল চারা তৈরি হচ্ছে। এলজিইডি'র নার্সারীতে প্রয়োজনীয় প্রজাতির চারা না পাওয়া গেলে উল্লেখিত নার্সারী থেকে চারা সংগ্রহ করা যেতে পারে।
- সংগ্রহের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে চারা যেন সতেজ, রোগমুক্ত স্বাভাবিক আকৃতির হয়।

গ) চারা রোপনের সময়

- ১লা জুলাই থেকে মধ্য আগস্ট মাসের মধ্যে চারা রোপনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- চারার দৈর্ঘ্য ন্যূনতম ১ মিটার বা সোয়া দুই হাত হতে হবে।

ঘ) চারা রোপনের দূরত্ব

- চারা রোপনের দূরত্ব হবে ১ মিটার থেকে ২ মিটার (তিন হাত থেকে ৪ হাত) যা নির্ভর করবে রাস্তা বরাবর জমির ঢালের প্রশস্ততার উপর। চারা রোপণ সারিবদ্ধ বা কৌনিক হতে পারে।

ঙ) চারা রোপণ পদ্ধতি

- চারা রোপনের দুই সপ্তাহ পূর্বে নির্বাচিত স্থানে গর্ত তৈরি করে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।
- গর্তের মাপ এক হাত (৪৫ সেন্টিমিটার) চওড়া ও এক হাত গভীর হবে। (রাস্তা/সংযোজনী-২)

চ) যত্ন ও পরিচর্যা

- চারার চারিদিকের মাটি আগাছা মুক্ত রাখা
- বেড়া বা খাঁচা দিয়ে গরু ছাগল থেকে রক্ষা করা
- মাটিতে আর্দ্রতার অভাব হলে সেচ দেয়া
- রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে দমন করা

২.৩ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত কার্যক্রম হিসাবে ধরা হয়েছে যা একই সময় যুগপৎভাবে বাস্তবায়িত হবে। প্রথম পর্বের স্কীম নির্বাচন (বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণসহ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ) তিন বছরের জন্য হতে হবে এবং দ্বিতীয় পর্বের স্কীম (রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণসহ) প্রত্যেকটির মেয়াদ অন্যূন দুই বছরের হতে হবে।

২.৩.১ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের স্কীম চিহ্নিত করণ, স্কীম তৈরী, অনুমোদন, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

ক) রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের স্কীম চিহ্নিত করণ

- সরকারের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকৌশলী উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- ইউনিয়ন প্লান বই, উপজেলা প্লান বই, উপজেলা রোড ম্যাপ নীরিক্ষা করবেন এবং সড়ক নেট ওয়ার্কে অবস্থিত অবকাঠামোসমূহের গুরুত্ব যাচাই করে রাস্তা স্কীমভুক্ত করার প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবেন।
- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীতে সকল ফিডার রোড-বি ও পাকা গ্রামীণ সড়ককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রাথমিক তালিকাভুক্ত প্রত্যেকটি স্কীমের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ণায়ক ফরমটি পূরণ করতে হবে (রাস্তা/সংযোজনী-৩)।
- উপজেলা প্রকৌশলী স্কীমের প্রাথমিক তালিকা উপজেলা রোড ইউজার্স কমিটির প্রতিনিধিদের সাথে পর্যালোচনা করবেন এবং উপজেলা পরিষদের সভায় স্কীম তালিকা চূড়ান্ত করবেন।
- দাতা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বা প্রকল্পের অর্থায়নে স্কীম চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অর্থায়নকারী সংস্থার অনুমোদিত নীতিমালা অনুসরণ করে উপজেলা প্রকৌশলী স্কীম বাছাই করবেন।

খ) স্কীম প্রণয়ন ও প্রাক্কলন তৈরী

- স্কীম বাছাই সম্পন্ন করার পর উপজেলা প্রকৌশলী স্কীম প্রণয়ন ও প্রাক্কলন তৈরীর উদ্যোগ নেবেন।
- প্রত্যেকটি স্কীমের জন্য একটি টেকনিক্যাল রিপোর্ট তৈরী করতে হবে (রাস্তা/সংযোজনী-৪)
- স্কীমের ধরণ হবে দু'পর্বের। প্রথম পর্বের নাম হবে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং দ্বিতীয় পর্বের নাম হবে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ। প্রথম পর্বের স্কীমের জন্য দুটি প্রাক্কলন তৈরী করতে হবে। বৃক্ষরোপনের জন্য সংযোজিত ফরম্যাট অনুযায়ী (রাস্তা/সংযোজনী-৫) প্রাক্কলন তৈরী করতে হবে। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের (অফ-পেভমেন্ট) জন্য দ্বিতীয় প্রাক্কলন তৈরী করতে হবে। প্রথম পর্বের জন্য দ্বিতীয় প্রাক্কলনে সপ্তাহে সাত দিন কর্ম দিবস ধরে ১ বছরে ৩৬৫ দিন এবং লিপইয়ার হলে ৩৬৬ দিন হিসাবে আনতে হবে। প্রতি ৫০০ মিটার রাস্তা; রাস্তার উপর বৃক্ষরোপণ এবং এর পরিচর্যার জন্য একজন করে মহিলাকে নিযুক্ত করা হবে। মোট ১২ থেকে ১৫ জনের মহিলা কর্মী দলের জন্য একজন পুরুষ সুপারভাইজারের বেতন প্রাক্কলনে যোগ করতে হবে। দ্বিতীয় পর্বের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে (রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ) সপ্তাহে ৬ (ছয়) কর্ম দিবস হিসাবে সাধারণ বছরের জন্য ৩১৩ এবং লিপইয়ারের জন্য ৩১৪ দিন হিসাবে ধরতে হবে। এক কিলোমিটারের জন্য একজন মহিলা হিসাবে প্রাক্কলন তৈরী করতে হবে এবং প্রতি ১৫ থেকে ৩০ জন মহিলা কর্মী দলের জন্য একজন পুরুষ সুপারভাইজারের বেতন ছয় কর্ম দিবস হাজিরার ভিত্তিতে প্রাক্কলনে যোগ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মোট মহিলা কর্মীদের রক্ষণাবেক্ষণে কার্যে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক মজুরীর অনধিক ৫% পর্যন্ত ব্যয় প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

- প্রথম পর্বের কার্যক্রমের স্কীম পরিকল্পনা (রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম) ৩ (তিন) বছরের জন্য করতে হবে যা শুরু অর্থ বছরের ১লা জুলাই থেকে এবং অর্থ বছরের ৩০শে জুনে শেষ হবে। দ্বিতীয় পর্বের (রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ) স্কীম পরিকল্পনা অন্ততঃ ২(দুই) বছরের জন্য করতে হবে যা শুরু হবে অর্থ বছরের ১লা জুলাই থেকে এবং শেষ হবে পরবর্তী ৩০শে জুনের মধ্যে।
- দাতা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বা প্রকল্পের অর্থায়নে স্কীম প্রণয়ন ও প্রাক্কলন সংশ্লিষ্ট সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলা প্রকৌশলী করবেন। প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের স্কীম পরিকল্পনার ব্যাপারে মজুরী, কর্মদিবস মোট সময়কাল স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত নির্দেশিকার নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

গ) স্কীম অনুমোদন

- সরকারের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে প্রস্তুতকৃত স্কীম উপজেলা প্রকৌশলীগণ অনুমোদনের জন্য প্রাক্কলন ও টেকনিক্যাল রিপোর্টসহ জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট পাঠাবেন।
- জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে তদন্তপূর্বক জেলা রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে সভা আহ্বান করবেন। সভায় আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।
- জেলা রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি টেকনিক্যাল রিপোর্ট ও প্রাক্কলন পর্যালোচনা করে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষরোপনের স্কীম পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবেন।
- স্কীমসমূহ অনুমোদন লাভ করার পর অনুমোদিত স্কীম তালিকার বিপরীতে প্রাক্কলিত ব্যয়সহ টেকনিক্যাল রিপোর্ট সদর দপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণ সেলে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
- রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ বা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ কার্যক্রমের স্কীমসমূহ জেলার বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে।
- এই স্কীম পরিকল্পনার তালিকার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
- দাতা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বা প্রকল্পের অর্থায়নে স্কীম অনুমোদনের সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিজস্ব নীতিমালার কার্যকারীতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে জেলা রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির অনুমোদন নিতে হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ স্কীমসমূহ জেলার বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা হিসাবে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট পল্লী উন্নয়ন পরিচালক ও সদর দপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণ সেলে নির্ধারিত সময়ে প্রেরণ করতে হবে।

ঘ) তহবিল বরাদ্দ

- সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে প্রাপ্ত তহবিল সদর দপ্তর থেকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে জেলার রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনার বিপরীতে বন্টন করা হবে। তবে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণের স্কীমসমূহ তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। বিদেশী সাহায্য পুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের পাকা FRB সড়কসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।
- বিদেশী সাহায্য পুষ্ট স্কীমের জন্য তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে অথবা অন্য কোন নীতিমালা প্রযোজ্য হলে সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.৩.২ সংগঠিত মহিলা দলের দ্বারা লেন্থপারসন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন

সরকারের রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে বা বিদেশী সাহায্যের অর্থায়নে পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ স্কীমসমূহ সংগঠিত মহিলাদের দ্বারা লেন্থপারসন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক) পল্লীর দরিদ্র মহিলাদের সংগঠিত করে দলগঠন করতে হবে এবং দলের প্রত্যেক মহিলা বৃক্ষরোপণসহ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য রাস্তার একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের দায়িত্ব পালন করবে।

খ) • রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণকে দুই পর্বে পরিচালিত করতে হবে প্রথম পর্বের তিন বছরের জন্য কার্যক্রমের নাম হবে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ।

- প্রথম কাজ হবে বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষরোপনের পর রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণসহ বৃক্ষের সংরক্ষণ। সংগঠিত মহিলারা দলবদ্ধভাবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও হারে বৃক্ষরোপণ করবে এবং বৃক্ষরোপনের পর পরই রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করবে।
- প্রথম পর্বের তিন বছরে প্রত্যেক মহিলার জন্য কাজের পরিমাণ হবে রাস্তার নির্দিষ্ট অংশের ৫০০ মিটারের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং রোপিত বৃক্ষের সংরক্ষণ।
- এসময় প্রত্যেক মহিলার কাজের সময় হবে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এবং সপ্তাহে সাত দিন।

গ) • তিন বছর পর শুরু করতে হবে দ্বিতীয় পর্বের কার্যক্রম যার নাম হবে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ।

- এ সময়ে নবগঠিত মহিলা দলের প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব হবে ১ কিলোমিটার রাস্তার উভয় পার্শ্বের রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ, সপ্তাহে কার্য দিবস হবে ৬ দিন এবং দৈনিক কাজের সময় হবে ৮ ঘন্টা, সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

ঘ) রোপিত বৃক্ষসম্পদ সার্বিকভাবে কর্তনের পর নতুনভাবে যে বৃক্ষরোপনের কর্মকান্ড হবে সেক্ষেত্রে একই নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

২.৩.৩ কর্মী নির্বাচন

ক) রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের জন্য পূর্বচিহ্নিত/বাছাইকৃত রাস্তা প্রস্তুত হলেই কর্মী বাছাই ও নির্বাচনের কাজ শুরু করতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত রাস্তার দৈর্ঘ্যের ওপর ভিত্তি করে কর্মী নিয়োগ হবে এবং অতিক্রান্ত রাস্তার দৈর্ঘ্যের ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে প্রথম ইউনিয়ন থেকে কর্মী নিয়োগ হবে।

গ) বিশেষ মানবিক কারণ ছাড়া রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একবার নিয়োগকৃত কর্মীকে পরবর্তী কোন পর্বের কোন মেয়াদের জন্য কর্মী হিসাবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

ঘ) কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়াতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদকে জড়িত করতে হবে।

সরকারী বা বিদেশী অর্থায়নে উভয়ের ক্ষেত্রে গৃহীত স্কীমসমূহের বাস্তবায়নে কর্মী নির্বাচনে উপরোক্ত নীতি অনুসরণ করতে হবে। তবে বিদেশী অর্থায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রয়োজনানুযায়ী অতিরিক্ত নীতি সংযোজন করা যেতে পারে।

২.৩.৪ কর্মী নির্বাচনের নীতিমালা

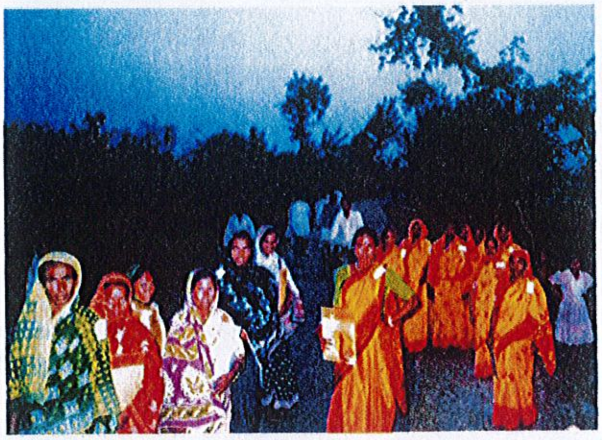

কর্মী হিসাবে নির্বাচন প্রার্থী মহিলার যোগ্যতা হবে নিম্নরূপঃ

ক) দুঃস্থ,

খ) ভূমিহীন অথবা কৃষি জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশ জমির নিচে,

গ) শ্রমজীবি,

ঘ) বিধবা/তালাক প্রাপ্তা/পরিত্যাক্তা,

ঙ) পরিবারের প্রধান কিন্তু অন্য কোন উৎস হতে আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল,

চ) পঙ্গু, দুঃস্থ পুরুষের সাথে বিবাহিতা যার কোন প্রকার আর্থিক সঙ্গতি নাই,

ছ) প্রার্থী অবশ্যই ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা এবং সংশ্লিষ্ট সড়কের ৫০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে বসবাসকারী,

জ) প্রার্থীর বয়স ১৬-৫০ বছরের মধ্যে,

ঝ) মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ; কায়িক পরিশ্রমে সক্ষম এবং রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে আগ্রহী,

ঞ) মহিলার পোষ্য সংখ্যা বেশী হলে নির্বাচনে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে একই ধরণের কাজে গাফিলতির জন্য পূর্বে বরখাস্ত মহিলা যেন সুযোগ না পায়,

ট) রাস্তার নির্মাণ কাজে নিয়োজিত পূর্বে গঠিত এলসিএস থেকে মহিলাদের নির্বাচন করা যাবে।

বিদেশী অর্থায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রয়োজনানুযায়ী যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত হতে পারে।

২.৩.৫ সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন

ক) কর্মী বাছাই প্রক্রিয়াকে কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) সাক্ষাৎকার বোর্ডের ৬ জন সাধারণ সদস্যের তালিকাঃ

- সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা ও পুরুষ সদস্য
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব
- সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত কৃষি দপ্তরের একজন ব্লক সুপারভাইজার
- এলজিইডি'র একজন কম্যুনিটি অর্গানাইজার

গ) উপরোক্ত কমিটির নেতৃত্ব দেবেন উপজেলা প্রকৌশলী। তবে বিদেশী অর্থায়নের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে এবং সাক্ষাৎকার বোর্ডের সদস্য সংখ্যা বাড়তে পারে।

২.৩.৬ প্রচারণা

কর্মী নির্বাচনের অন্ততঃ ৭ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ঢোল, মাইকিং, প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে কর্মী নির্বাচনের তারিখ, সময়, স্থান ও বাছাইয়ের নিয়ম-নীতি প্রচার করবে।

২.৩.৭ সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও নির্বাচন

ক) প্রচারনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে (ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সেই বাঞ্ছনীয়) নির্দিষ্ট সময়ে গঠিত কমিটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন।

খ) সাক্ষাৎকারের সময় প্রার্থীগণ সঠিক তথ্য প্রদান করছে কিনা সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান, মহিলা সদস্য ও পুরুষ সদস্য তা যাচাই করবেন।

গ) নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণে কমিটি বাস্তবে প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুন সংখ্যক বেশি যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে প্রাথমিক তালিকা তৈরি করবে।

ঘ) প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা থেকে প্রকাশ্যে লটারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর নির্বাচন চূড়ান্ত করতে হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মীদের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।

ঙ) লটারীতে যাদের নাম ওঠেনি তাদের নাম দিয়ে অপেক্ষমান তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

চ) সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান উভয় তালিকাতে সাক্ষাৎকার কমিটির উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতি স্বাক্ষর নিশ্চিত করবেন।

ছ) উভয় ক্ষেত্রেই এই চূড়ান্ত তালিকার একটি কপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের অফিস ও উপজেলা এলজিইডি অফিসসহ নিজ নিজ অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

২.৩.৮ দল গঠন

ক) ইউনিয়ন ভিত্তিক দল গঠন করার জন্য প্রথম পর্বের জন্য সর্বনিম্ন ৪ কিলোমিটার ও সর্বোচ্চ ১০ কিলোমিটার রাস্তা এবং দ্বিতীয় পর্বের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৮ এবং সর্বোচ্চ ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) অন্যাথায়, দল গঠনের জন্য রাস্তার দৈর্ঘ্যকেই অনুসরণ করতে হবে। সাধারণভাবে প্রথম পর্বের কাজের জন্য ৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা নেয়া হবে যেখানে মহিলা কর্মীর সংখ্যা হবে ১২ জন। দ্বিতীয় পর্বের প্রত্যেক মেয়াদের কার্যক্রমে রাস্তার দৈর্ঘ্য হবে ১২ কিলোমিটার এবং মহিলা কর্মীর সংখ্যা হবে ১২ জন।

গ) প্রত্যোকবারই দল একজন পুরুষ সুপারভাইজারের অধীনে কাজ করবে যাকে স্থানীয়ভাবে নিয়োগদান করতে হবে।

ঘ) ক্ষেত্র বিশেষে কম অথবা বেশি দৈর্ঘ্যের রাস্তার উপর ভিত্তি করে দল গঠন করা যাবে।

ঙ) সংগঠিত দল থেকে একজন দলনেত্রী ও একজন সহ দলনেত্রী নির্বাচিত হবে যারা দল পরিচালনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২.৩.৯ মহিলা কর্মীর দায়িত্ব

- প্রথম পর্বের কাজের জন্য রাস্তার প্রতি ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, ৬৫০ থেকে ১১০০ টি বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার জন্য দায়ী থাকা। দ্বিতীয় পর্বের জন্য ১ কিলোমিটার দৈর্ঘের রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও সম সংখ্যক বৃক্ষের পরিচর্যার জন্য দায়ী থাকা।
- রাস্তার কাঁধ ও ঢাল নিয়মিত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- প্রথম পর্বে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে সপ্তাহে ৭ দিন পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করা। দ্বিতীয় পর্বের প্রত্যেক মেয়াদে ৮ ঘন্টা করে সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করা।
- প্রথম পর্বে এক টানা ৩ (তিন) বৎসর রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষের পরিচর্যা করা।
- উক্ত ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে বৃক্ষের কোনরূপ ক্ষতি/ধ্বংস হলে মহিলা কর্মী তার নির্ধারিত এলাকায় নিজ খরচে উহা প্রতিস্থাপন করা।
- রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য থাকা।

২.৩.১০ সহ দলনেত্রীর দায়িত্ব

- কাজের পরিকল্পনা ও দলীয় সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টনের ব্যাপারে দলনেত্রীকে সহযোগীতা করা।
- দলীয় ব্যবস্থাপনা এবং গতিশীলতা কি ভাবে আরও সজাগ করা যায় সে ব্যাপারে দলনেত্রীকে সাহায্য করা।
- মজুরী উত্তোলন এবং বন্টনের ব্যাপারে দলনেত্রীকে সহায়তা করা।
- উপরোক্ত দায়িত্ব পালন ছাড়া একজন সাধারণ মহিলা কর্মীর নির্দিষ্ট সব দায়িত্ব পালন করা।
- রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য থাকা।

২.৩.১১ দলনেত্রীর দায়িত্ব

- মনিটরিং রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা, যাতে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ), উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাগণ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে লিপিবদ্ধ তথ্যাদি যাচাই করার সুযোগ পান।
- শ্রমিকদেরকে সাপ্তাহিক কাজের সময়সূচী সম্পর্কে অবহিত করা।
- রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সুপারভাইজারকে অবহিত করা।
- দলের মধ্যে আভ্যন্তরীন সু-সম্পর্ক বজায় রাখা এবং উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধানে পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- দলের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করা।
- দলের পক্ষ থেকে মজুরী ব্যাংক থেকে উত্তোলন ও সকল মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা।
- উপরোল্লেখিত কাজ ছাড়াও একজন সাধারণ কর্মী মহিলার মত রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যার সমুদয় দায়িত্ব পালন করা।
- রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য থাকা।

২.৩.১২ সুপারভাইজার নিয়োগ

ক)
- মহিলা দলকে নিয়মমাফিক পরিচালনা ও দলের কাজকে জবাবদিহিমূলক করার জন্য একজন সুপারভাইজার নিয়োগ করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট রাস্তার এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, এস.এস.সি. পাশ, কর্মঠ ও কর্মক্ষম ও সাইকেল চালাতে পারদর্শী এবং এই কাজে আগ্রহী ব্যক্তিকে (বয়স ২৫-৫০ বছর) নিয়োগ দিতে হবে।
- কর্মী নিয়োগের জন্য গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশক্রমে জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী সুপারভাইজারের নিয়োগদান করবে।

খ) সুপারভাইজারের দায়িত্ব

দল ও দলের সদস্যদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সুপারভাইজার এক বা একাধিক মহিলা কর্মী দলের কাজ পরিদর্শন করবেন।

- প্রতি পাক্ষিকে মহিলা দল কর্তৃক সমাপ্তিতব্য কাজের ধরণ ও পরিমান কম্যুনিটি অর্গানাইজার/সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের নিকট হতে বুঝে নেয়া ও সে অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করা।
- প্রতি মহিলা দলের সম্পাদিত কাজ দৈনন্দিন ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ রেজিষ্টারে উঠানো ও কাজের পরিমান ও গুনগতমান মনিটর করা।
- মহিলা দলের কোন সদস্যের কর্মে কোন গাফিলতি/ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশ্লিষ্ট সদস্যের অবগতিতে আনা ও প্রয়োজনে তাদের/তাকে সতর্ক করা।
- কোন মহিলা দলের কর্ম সম্পাদনের পরিমান কাঙ্খিত পরিমানের না হলে, সেই দলের সকল সদস্যের বা কোন সদস্যের কারণে হলে তার বেতন কর্তনের সুপারিশ করা।
- মহিলা দলের সদস্যের কাজে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করা।
- মহিলা দলসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন করে নিয়মিত পরিদর্শন করা।
- মহিলা দলের সদস্যদের বেতন বন্টন, ব্যাংক সঞ্চয় ইত্যাদি তদারক করা।
- স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন দেখা দিলে পরিচালনাধীন সকল মহিলা দলের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করা।
- রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা দ্রুত সমাধান করা, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নজরে আনা।

২.৩.১৩ নিয়োগপত্র প্রদান

ক) নির্দিষ্ট দলের সকল মহিলা সদস্যদের নামে উপজেলা প্রকৌশলী একটি নিয়োগপত্র তৈরি করবেন যাতে প্রত্যেক কর্মী মহিলা সম্মতি সাপেক্ষে স্বাক্ষর/টিপ সই দেবেন এবং কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করে এই নিয়োগপত্রের একটি করে কপি প্রত্যেক মহিলার কাছে পাঠাবেন (রাস্তা/সংযোজনী-৬)।

খ) সুপারভাইজারের নিয়োগপত্র (রাস্তা/সংযোজনী-৬/ক) তৈরি করে তার সম্মতি সাপেক্ষে স্বাক্ষর গ্রহণ করে নির্বাহী প্রকৌশলী নিয়োগ পত্রের একটি অনুলিপি তাকে দেবেন।

গ) মহিলা কর্মীদের ও সুপারভাইজারের নিয়োগপত্রের একটি করে কপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের ও এলজিইডির উপজেলা অফিসসহ স্ব-স্ব অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

২.৩.১৪ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য কর্মী মহিলাদের মধ্যে সরঞ্জামাদী প্রদান

প্রশিক্ষণের মধ্যেই অথবা প্রশিক্ষণের পরপরই কাজ শুরুর আগেই কর্মী মহিলাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদী (রাস্তা/সংযোজনী-৭) বিতরণের ব্যবস্থা উপজেলা প্রকৌশলী গ্রহণ করবেন।

২.৩.১৫ কার্যক্রম বাস্তবায়নের আরম্ভকাল

ক) প্রথম পর্বের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম জুলাইয়ের প্রথম থেকে আগস্টের মধ্যভাগের মধ্যে শুরু করতে হবে।

খ) দ্বিতীয় পর্বের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণের কাজ আর্থিক বছরের শুরু ও শেষ (জুলাই-জুন) অনুসরণ করতে হবে। বিদেশী অর্থায়নে গৃহীত কার্যক্রম একই রকম না করা গেলে সুবিধাজনক সময়ে শুরু করা যেতে পারে।

২.৪. প্রশিক্ষণ

ক) রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের কাজে নির্বাচিত কর্মী মহিলাদের জন্য দুটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) মহিলাদের নিয়োগ দেয়ার পর তাদের কার্যক্রমের শুরুতেই বিষয়ভিত্তিক একদিনের একটি প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

গ) মহিলাদের আবশ্যিক সঞ্চয়ের অর্থ দ্বারা আত্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড শুরু করতে সহযোগিতা করার জন্য তাদের নিয়োগ চুক্তির সময় শেষ হওয়ার অন্যূন তিন মাস আগে তিন দিনের একটি প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

২.৪.১ সাধারণ সচেতনতা, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের উপর মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ

ক) এক দিনের এই প্রশিক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবেঃ

- দারিদ্রতার কারণ,
- মানব সম্পদ ও রীতিনীতি,
- সমাজে মহিলা কর্মীদের অবস্থান,
- কর্মসূচীতে কর্মীদের ভূমিকা,
- কাজের পরিকল্পনা ও দলীয় সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টন,
- দলীয় ব্যবস্থাপনা ও গতিশীলতা,
- দলীয় সমস্যা ও সমাধানের উপায়,
- মজুরী,
- বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও
- বৃক্ষসম্পদে তাদের মালিকানা।

খ) সরেজমিনে কর্মীদের নিম্নোক্ত বিষয় হাতে কলমে শেখাতে হবে

- বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ
- রাস্তার কাঁধের, ঢালের ক্ষয়ক্ষতি ও মেরামত এবং রাস্তার পার্শ্বের ঝোপঝাড় পরিস্কার

গ) এই প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক থাকবেন সংশ্লিষ্ট কম্যুনিটি অর্গানাইজার, বন বিভাগ বা কৃষি দপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ।

ঘ) প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয় (সম্ভব হলে) অথবা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কোন সুবিধাজনক স্থান ব্যবহার করতে হবে।

২.৪.২ সাধারণ সচেতনতা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের উপর মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ

ক) প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের কার্যক্রমে নিয়োজিত সব কর্মী মহিলাদের নিয়োগ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কিছুদিন পূর্বে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যাতে করে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে প্রত্যেক মহিলা কর্মী আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হতে পারে।

খ) প্রশিক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

- আর্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ভূমিহীন বেকারদের অবস্থান ও অংশগ্রহণ।
- এলাকার সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এসব থেকে প্রাপ্তব্য সুযোগ সুবিধাদির খবর।
- সামাজিক উন্নয়ন মহিলাদের অংশগ্রহণ।
- মহিলাদের অবস্থান নির্ণয় সহ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করণ ও নিরসন করার পন্থা।
- পারিবারিক আইন সম্পর্কে ধারনা।
- পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব।
- স্বাস্থ্য ও দূষণমুক্ত পরিবেশ এর সুফল।
- আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের কর্ম পরিকল্পনা।
- কাজ শেষে প্রাপ্ত আবশ্যিক সঞ্চয় দ্বারা আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম।

গ) এই প্রশিক্ষণ হবে ৩ দিনের এবং প্রশিক্ষক হিসাবে যোগ্য ও অভিজ্ঞ এনজিওকে দায়িত্ব দিতে হবে।

২.৫. পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মাঠ পর্যায়ে তদারকী ও মনিটরিং বিশেষ গুরুত্বের সাথে করতে হবে।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী, কার্যসহকারী ও সিও পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করবেন। বিদেশী অর্থায়নে গৃহীত স্কীমসমূহ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে এলজিইডির মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলী ও কর্মীগণ সম্পৃক্ত থাকবেন।

২.৫.১ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কর্মসূচী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

ক) এলজিইডি সরকারী অর্থায়নে গৃহীত কার্যক্রমের নিম্নলিখিত কার্যাবলী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের কর্মকান্ডের আওতায় আনবে

- কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়া
- কর্মী প্রশিক্ষণ
- রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন ও সম্পাদিত কর্মের মান
- কর্মী মহিলাদের মজুরী প্রাপ্তি ও আবশ্যিক সঞ্চয়ের চলমান ব্যবস্থা
- কর্মী মহিলাদের প্রদত্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
- কর্মী মহিলাদের দক্ষতা অর্জন প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর আবশ্যিক সঞ্চয় দিয়ে আর্থ-কর্মসংস্থানের কর্মকান্ড প্রক্রিয়া।
- বৃক্ষসম্পদ বন্টন প্রক্রিয়া।

বিদেশী অর্থায়নে গৃহীত স্কীমের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিষয়সমূহ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যকলাপের আওতায় আনতে হবে।

খ) পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের অন্তঃপ্রক্রিয়া

- পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ মাঠ পর্যায় থেকে জেলা আঞ্চলিক পর্যায় ও সদর দপ্তর পর্যন্ত নিশ্চিত করার অন্তঃপ্রক্রিয়া চালু করতে হবে।
- কর্মী মহিলাদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন, কর্মী প্রশিক্ষণ, কর্মী মহিলাদের মজুরী প্রাপ্তি ও আবশ্যিক সঞ্চয়, কাজের পরিবেশ ও নিপীড়নমূলক ঘটনার উপর উপজেলা পর্যায়ের উপজেলা প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী, কমুনিটি অর্গানাইজার ও কার্য সহকারীর নিয়মিত পরিদর্শন হতে হবে এবং পরিবীক্ষণ রিপোর্ট জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে নিয়মিত পৌঁছাতে হবে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী প্রাপ্ত পরিবীক্ষণ রিপোর্টকে সাময়িকভাবে নিয়মিত যাচাই করার জন্য সরেজমিনে তদন্তের ব্যবস্থা রাখবেন। এতদ্ব্যতীত কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়া, কর্মী মহিলাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং বৃক্ষসম্পদ বন্টন প্রক্রিয়া নিয়মিত পরিদর্শন করবেন।
- পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া কার্যস্থলে স্থানীয় পর্যায়ে ইউপি মহিলা সদস্য, ইউপি চেয়ারম্যান, সুপারভাইজার থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে উপজেলার কার্যসহকারী, উপসহকারী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীর দ্বারা নিয়মিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাহী প্রকৌশলী উপজেলা থেকে পেশকৃত পরিবীক্ষণ রিপোর্ট অনুযায়ী সময়ান্তর পরিদর্শন করবেন এবং বিশেষ উল্লেখিত বিষয়ে নিয়মিত পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের এই প্রক্রিয়াকে বিদেশী অর্থায়নে গৃহীত স্কীমসমূহের পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যাবলীর সাথে সমন্বিত করতে হবে।

গ) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

- কোন শ্রমিক অসুস্থতাজনিত কারণে অনুপস্থিত থাকলে অবশ্যই সাময়িকভাবে তার একজন প্রতিনিধিকে সেই দায়িত্ব প্রদান করতে হবে, যাতে কাজের কোন বিঘ্ন না ঘটে।
- যুক্তি সংগত ও গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া কোন শ্রমিককে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অনুপস্থিত দেখা গেলে প্রথমতঃ তাহার বেতন কর্তন করা হবে এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাকে সরাসরি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিতে হবে।

ঘ) কর্মী পরিবর্তন

- রাস্তার কোন অংশের বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণে যদি অবহেলা বা ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তবে সে অংশে নিয়োজিত শ্রমিকগ্রুপকে তাদের মাসিক পূর্ণ মজুরী প্রদান করা যাবে না।
- সতর্ক করা সত্বেও যদি কোন মহিলা দল তাদের কাজে অবহেলা প্রদর্শন করতে থাকে, সেই দল বা দলের কোন শ্রমিককে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে নতুন শ্রমিক দল/শ্রমিক নিয়োগ করা যেতে পারবে।

ঙ) রিপোর্টিং

- রাস্তা ভিত্তিক সকল মহিলা দলের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য দলনেত্রী একটি মনিটরিং রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজার প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত যেমন, কাজের অবস্থান, দৈনিক কাজের পরিমান, ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করবেন (রাস্তা/সংযোজনী-৮), (রাস্তা/সংযোজনী-৮/ক)।
- উপসহকারী প্রকৌশলী সার্বিক মনিটরিং রিপোর্ট (রাস্তা ওয়ারী) উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন (রাস্তা/সংযোজনী-৯)।
- উপজেলায় গৃহীত সকল রিপোর্ট একত্রিত করে মাসিক মনিটরিং সামারী আকারে (রাস্তা/সংযোজনী- ১০) কম্যুনিটি অর্গানাইজার উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট উপস্থাপন করবেন।
- উপজেলা প্রকৌশলী সকল তথ্য/প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই করার পর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর বরাবরে প্রেরণ করবেন।
- উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট হতে প্রাপ্ত মাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যক্রম সময়ান্তর পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখবে।
- উপজেলা প্রকৌশলী প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট রিপোর্ট দাখিল করবে।

২.৬ মজুরী

২.৬.১ মজুরী নির্ধারণ

- প্রথম পর্বের জন্য সপ্তাহে ৭ (সাত) কর্ম-দিবস, রাস্তার প্রতি ৫০০ মিটারে একজন শ্রমিক প্রথম ৩ বছরের জন্য নিয়োজিত হবেন। একজন শ্রমিক প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজ করবেন।
- পরবর্তী দ্বিতীয় পর্বের কাজের মেয়াদ হবে অন্যূন ২ বছর, কাজের সময় হবে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, সপ্তাহে ৬দিন।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের জারীকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী মহিলা শ্রমিকদের বেতন নির্ধারিত হবে এবং প্রতি তিন বছর অন্তর বেতন পর্যালোচনা করে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।
- বর্তমানে কর্মী মহিলা দৈনিক টাকা ৪৩/- হারে এবং সুপারভাইজার টাকা ৬০/- হারে বেতন পাবেন।

২.৬.২ ব্যাংক এ্যাকাউন্ট

- নিয়োগ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যেই সংগঠিত মহিলা কর্মী দলের প্রতি সদস্যাদের নামে কাছাকাছি এবং সুবিধাজনক তফশীল ভুক্ত ব্যাংকে পৃথক পৃথক ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে।
- উপজেলা প্রকৌশলী/কম্যুনিটি অর্গানাইজার/কার্যসহকারী পরিচয়কারী হিসাবে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষর করবেন।

২.৬.৩ মজুরী প্রদান

- রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সাপেক্ষে এক মাস অন্তর বিল প্রদান করা যাবে, যা কোন অবস্থাতেই রাস্তায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সম্পাদিত মোট কর্ম দিবসের মজুরীর অধিক হবে না। বিল প্রস্তুত করার পূর্বে তদারককারী কর্মকর্তা সরেজমিনে রাস্তার বিভিন্ন অংশের বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করবেন।
- শুধুমাত্র যথাযথ সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিপরীতে বিল প্রদান করা যাবে। রাস্তার কোন অংশের নির্ধারিত কর্মকান্ডে যদি অবহেলা বা ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তবে সে অংশে নিয়োজিত শ্রমিকগ্রুপকে/শ্রমিককে মাসিক পূর্ণ মজুরী প্রদান করা যাবে না।

২.৬.৪ বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

- আর্থিক ভাবে সচ্ছলতা অর্জনের জন্য সংগঠিত মহিলা কর্মীদলের প্রতি সদস্যকে আবশ্যিক ভাবে সঞ্চয় করতে হবে।
- নিয়োগ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যেই স্থানীয় সংগঠিত মহিলা দলের প্রতি সদস্যার নামে কাছাকাছি এবং সুবিধাজনক তফশীল ভুক্ত ব্যাংকে পৃথক পৃথক ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে, উপজেলা প্রকৌশলী/কম্যুনিটি অর্গানাইজার পরিচয়কারী হিসাবে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষর করবেন।
- প্রতিটি সঞ্চয়ী হিসাবে উপজেলা প্রকৌশলীর লিখিত সুপারিশ ছাড়া কোন অর্থ উত্তোলন করা যাবে না মর্মে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
- প্রতি মাসে কর্ম দিবস প্রতি ২০% হারে সকল সদস্যাদের উপরে বর্ণিতভাবে খোলা ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাবে সংশ্লিষ্ট মহিলা মাসিক বেতন প্রাপ্তির সময় জমা দান করবেন।
- চুক্তির মেয়াদান্তে আবশ্যিক সঞ্চয়ের এই অর্থ প্রত্যেক মহিলাকে সুদসহ প্রদান করা হবে।

২.৭ বৃক্ষসম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় বণ্টন

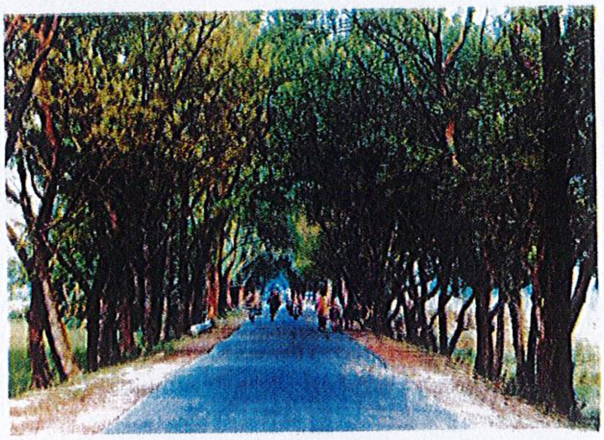

বৃক্ষ পরিণত বয়সে পৌঁছানো পর্যন্ত পরিচর্যা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দীর্ঘ মেয়াদের জন্য রাস্তা সংরক্ষণ, দীর্ঘ মেয়াদী পরিবেশ সংরক্ষণ, কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের আয় বৃদ্ধি, রাস্তা নির্মাণ ও গাছ লাগানোর জন্য রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ, ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব বৃদ্ধি ও সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে বৃক্ষসম্পদ থেকে আয় সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টনের নীতি গৃহীত হয়েছে।

২.৭.১ বৃক্ষসম্পদ বণ্টন পদ্ধতি

বৃক্ষসম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় নিম্নলিখিত ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করা হবেঃ

- প্রথম পর্বের কার্যক্রমের নিয়োজিত মহিলা কর্মী দলসহ পরবর্তী দ্বিতীয় পর্বের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত প্রত্যেক দলের সকল মহিলাই বৃক্ষসম্পদের ভাগীদার থাকবেন।
- রাস্তা সংলগ্ন জমির মালিকগণ
- সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ

২.৭.২ বৃক্ষসম্পদ বণ্টনের ছকটি হবে নিম্নরূপঃ

ছকঃ বৃক্ষসম্পদ বণ্টন

উৎপাদিত বৃক্ষসম্পদ	সম্পদ বণ্টনের অনুপাত		
	রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিয়োজিত ছিল/আছে মহিলাগণ	রাস্তা সংলগ্ন জমির মালিক	ইউনিয়ন পরিষদ
ক) পরিণত বৃক্ষের কাঠ	৪০%	৩০%	৩০%
খ) সময়ান্তরে কাটা গাছের ডালপালা, পাতা, মৃত ছোট গাছ, ঝড়ে পড়ে যাওয়া ছোট গাছ	৬০%	৪০%	০%
গ) গাছের ফল	৬০%	৪০%	০%

২.৭.৩ **গৃহীত নীতিমালা অনুসারে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বৃক্ষসম্পদ বণ্টনের জন্য চুক্তিনামা স্বাক্ষর**

ক) বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বৃক্ষসম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একটি চুক্তিনামা (রাস্তা/সংযোজনী-১১) স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করবেন। চুক্তিনামায় উপজেলা প্রকৌশলী প্রথম পক্ষ হিসাবে স্বাক্ষর করবেন।

খ) দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে থাকবে ইউনিয়ন পরিষদ।

গ) তৃতীয় পক্ষ হিসাবে থাকবেন রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত মহিলা কর্মীগণ। যেখানে প্রথম পর্বের কাজ চলছে সেখানে প্রথম পর্বের দলের মহিলা কর্মীরা দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে স্বাক্ষর করবেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু হওয়ার পর যতগুলি মহিলা দল রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত হবেন তারাও সবাই তাদের আনুপাতিক অংশের সমান ভাগ পাবেন। দ্বিতীয় পর্বের মহিলা কর্মী দল নিয়োগের সময় প্রত্যেক দলের মহিলা কর্মীর তালিকা উপজেলা প্রকৌশলীর অফিসে ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে সংরক্ষিত থাকবে এবং নিয়োগের সময়ই এই বৃক্ষ সম্পদে তাদের মালিকানার বিষয়টি জানাতে হবে।

ঘ) চতুর্থ পক্ষ হিসাবে ভাগীদার থাকবেন রাস্তা সংলগ্ন জমির মালিকগণ। চুক্তিনামা সম্পাদনের সময় বর্তমান জমির মালিকগণ স্বাক্ষর করবেন। তাদের পরিচিতি যাচাই করবেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি মেম্বার ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান লিখিতভাবে। তবে চূড়ান্তভাবে বৃক্ষ কর্তন ও অংশ বিভাজনের সময় চলতি জমির মালিক (যদি মালিকানা পরিবর্তিত হয়ে থাকে) বৃক্ষসম্পদের নির্ধারিত অংশের প্রকৃত মালিক থাকবেন।

ঙ) বৃক্ষসম্পদ বণ্টন চুক্তিনামা ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা ভিত্তিক হবে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত একটি রাস্তার যতটুকু অংশ একটি নির্দিষ্ট ইউনিয়নের এলাকাতে পড়বে ঠিক ততটুকু দৈর্ঘ্যের রাস্তার উপর রোপিত বৃক্ষসম্পদ ঐ নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের রাস্তায় নিয়োজিত মহিলা কর্মীগণ, ঐ নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের রাস্তার দুপাশের সংলগ্ন জমির মালিকগণ এবং ঐ নির্দিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে নির্ধারিত অনুপাত অনুসরণ করে বণ্টিত হবে।

চ) জমির মালিকেরা নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে তাদের অংশ পাবে। তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ সমান নাও হতে পারে। একজন নির্দিষ্ট জমির মালিকের ভাগের অংশ হিসাব হবে রাস্তার যে দৈর্ঘ্য উক্ত মালিকের জমির উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে বা বরাবর চলে গেছে সেই দৈর্ঘ্যের অনুপাতে।

ছ) উপজেলা প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধান ও উপজেলা নির্বাহীর সক্রিয় সমর্থনে এই চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হবে।

জ) বৃক্ষসম্পদ বণ্টন চুক্তিনামা রক্ষণাবেক্ষণের প্রথম পর্বে স্বাক্ষরিত হলে দ্বিতীয় পর্বের সব মেয়াদের কর্মী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকবে, দ্বিতীয় পর্বের সময় স্বাক্ষরিত হলে প্রথম পর্বের কর্মী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং দ্বিতীয় পর্বের পরবর্তী মেয়াদের মহিলা কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রাখতে হবে।

ঞ) চুক্তিনামা স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে সর্ব জনসমক্ষে করতে হবে যাতে বিষয়টি ইউনিয়নবাসীর গোচরীভূত হয়।

২.৭.৪ **চুক্তিনামা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ**

ক) চুক্তিনামা সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে যার নাম হবে বৃক্ষসম্পদ বণ্টন পরিবীক্ষণ কমিটি। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবেঃ

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সভাপতি
উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য সচিব
ইউপি চেয়ারম্যান	-	সদস্য
ইউপি মেম্বার (পুরুষ)	-	সদস্য
ইউপি মেম্বার (মহিলা)	-	সদস্য
সংশ্লিষ্ট মহিলা কর্মীদলের প্রতিনিধি (২)	-	সদস্য
সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের প্রতিনিধি (২)	-	সদস্য
উপজেলার বন কর্মকর্তা	-	সদস্য

খ) কমিটির সভাপতি হিসাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সময়ান্তরে সংশ্লিষ্ট ইউপি পরিদর্শনের সময় সভার মিটিং আহ্বান করে বিশেষ করে মহিলা কর্মী ও জমির মালিকদের সাথে কথা বলবেন, রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবেন এবং বৃক্ষ সম্পদের অন্তরবর্তীকালীন সম্পদের বিতরণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন।

গ) কমিটি রাস্তার সমুদয় বৃক্ষ কর্তন করে ভাগীদারদের মধ্যে বণ্টনের প্রক্রিয়াকে তদারক করবেন এবং নীতিমালা অনুযায়ী কর্মী মহিলা ও রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমির প্রকৃত মালিকরা যাতে তাদের প্রাপ্য অংশ বুঝে পেতে পারে সেটা নিশ্চিত করবেন।

ঘ) উপজেলা প্রকৌশলী ইউপি চেয়ারম্যানের সক্রিয় সহযোগিতায় বিশেষ করে কর্মী মহিলা ও জমির মালিকদের প্রাপ্য পাওনা বুঝে পাওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও প্রাপ্য অংশ বন্টন সরেজমিনে তদন্ত করে যথাযথ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সংগ্রহ করবেন এবং ইউপি অফিসে ও উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

ঙ) কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের প্রাপ্ত অংশের টাকা ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব খাতে জমা দেয়া নিশ্চিত করবেন।

চ) বৃক্ষসম্পদের প্রাপ্য অংশ বন্টনের সময় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার (মহিলা ও পুরুষ উভয়ই) ও ইউপি চেয়ারম্যান কর্মি মহিলাদের ও জমির মালিকদের লিখিতভাবে সনাক্ত করবেন।

ছ) বৃক্ষসম্পদ বন্টন অনুষ্ঠানটি ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে বৃক্ষসম্পদ বন্টন কমিটির সব সদস্যের উপস্থিতিতে এবং সর্বজন সমক্ষে করতে হবে যাতে বিষয়টি জনসাধারণ অবগত হতে পারে।

২.৮ অর্থায়ন

২.৮.১ কার্যক্রমের অর্থায়ন নিম্নোক্ত উৎস থেকে হতে পারে

- সরকারের রাজস্ব তহবিল
- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান
- কেয়ার, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, CIDA, USAID

২.৮.২ অর্থায়ন প্রক্রিয়া

- অর্থায়ন প্রক্রিয়া উৎস ভেদে ভিন্ন হবে
- এতদ্ব্যতীত এলজিইডি সরকারের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে গৃহীত কার্যক্রমের ব্যাপারে ৩.৪.১ এ উল্লেখিত পদ্ধতির অর্থায়ন কার্যকরী হবে। উৎস অনুযায়ী ভিন্ন অর্থায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে।

২.৮.৩ রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কাজকে সমন্বিত করার জন্য জেলা রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সভাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

২.৯ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ (off-pavement), বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডিসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের দায়িত্বের বিবরণ নিম্নরূপঃ

রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা মূলত একটি টিম ওয়ার্ক। এলজিইডিকে অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংস্থার সরকারী কর্মকর্তার সহযোগীতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

২.৯.১ ইউপির দায়িত্ব

- এলজিইডির সাথে সমন্বয় করা এবং তৃণমুল পর্যায়ে পরিদর্শনকারী ও বাস্তবায়নকারী হিসাবে কাজ করা
- যে সকল রাস্তা বৃক্ষ কার্যক্রমের আওতায় থাকবে তার তালিকা সংরক্ষণ করা
- কর্মী নির্বাচনে তথ্য যাচাই সহ সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করা
- বৃক্ষসম্পদ বন্টনে নীতিমালা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করা
- কর্মী মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা

২.৯.২ ইউপির মহিলা মেম্বার/পুরুষ মেম্বারের দায়িত্ব

- রাস্তা নির্বাচন ও কর্মী নির্বাচনে এলজিইডির কর্মকর্তাদের সহযোগিতা প্রদান করা।
- রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকা।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা করা।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিদর্শন কাজে ভূমিকা রাখা।
- কর্মী মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা করা।
- বৃক্ষসম্পদ বন্টনে নীতিমালা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করা।

২.৯.৩ ইউপি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব

- সকল কার্যক্রমের রাস্তা নির্বাচন, কর্মী নির্বাচনে ও সার্বিক বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।
- মহিলা কর্মীদের তালিকা ও যাবতীয় চুক্তিপত্র সংরক্ষণ করা।
- মহিলা কর্মীদের নির্বাচনের সময় তাদের যাবতীয় তথ্য সত্য কিনা তা নিশ্চিত করা।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় যাবতীয় সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা বিধান করা।
- বৃক্ষসম্পদ বন্টন কমিটির সদস্য হিসাবে সকল দায়িত্ব পালন করা।

২.৯.৪ উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব

- সমন্বয় কমিটির গঠনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক নজরদারী করা।
- নিয়মিত সভা ডেকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আভ্যন্তরীন সকল প্রকার সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করা।
- মনিটরিং যথাযথ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

২.৯.৫ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব

- এলাকার চলমান কার্যক্রমের সার্বিক তদারকির দায়িত্বে থাকা।
- কমিটি নির্বাচন তদারকি করা ও তাদেরকে পরামর্শ প্রদান করা।
- মাসিক সভা ডেকে সকলকে নিয়ে মত বিনিময় করা।
- আভ্যন্তরীন সকল প্রকার সমস্যার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা সমাধান নিশ্চিত করা।
- বৃক্ষসম্পদ বণ্টন কমিটির প্রধান হিসাবে শেয়ার বণ্টন যেন নিয়ম মাফিক ভাবে হয় তা নিশ্চিত করা।
- রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের নীতিমালা যেন সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়িত হয় সে ব্যাপারে মনিটরিং করা।

২.৯.৬ এলজিইডি'র কম্যুনিটি অর্গানাইজারের দায়িত্ব

- মহিলা শ্রমিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সঠিক উপায়ে সড়কের বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মী মহিলাদিগকে মান সম্পন্ন রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও দলীয় স্ব-ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- উপজেলায় গৃহীত সকল বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড একত্রিত করে তার অগ্রগতি মাসিক মনিটরিং সারাংশ আকারে উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা।
- কর্মী মহিলা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিলে অপেক্ষামান তালিকা থেকে নতুন মহিলা কর্মী নিয়োগ করা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে কার্য-সহকারী, সুপারভাইজার কে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা।
- কর্মী মহিলাদের প্রত্যেক সদস্যের নামে সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব খোলাতে সহায়তা করা ও শ্রমিকদের নির্ধারিত হারে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা।
- বৃক্ষ ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় উপজেলা প্রকৌশলীর প্রদত্ত নির্দেশাবলী যথারীতি পালন করা।

২.৯.৭ উপসহকারী প্রকৌশলীর দায়িত্ব

- রাস্তা নির্ধারণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উপজেলা প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অর্থায়ন সংস্থার নীতিমালার আলোকে কার্যাদি সম্পাদন করা।
- কার্যক্রম কর্মকান্ড বাস্তবায়নে কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানে উপজেলা প্রকৌশলীকে সহায়তা করা।
- কর্মী মহিলাদেরকে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।
- রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষ পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তাবায়ন কাজের মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে উপজেলা প্রকৌশলীকে সহযোগীতা করা।
- প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার প্রতিটি রাস্তার কার্যক্রম মনিটরিং করা।
- কর্মী মহিলা সদস্যরা নিয়মিত মজুরী পাচ্ছে কি না সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে এবং প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করা।
- সর্বোপরি উপজেলা প্রকৌশলীর নির্দেশ মতো দায়িত্ব পালন করা।
- নিয়মিত রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষ পরিচর্যার মাসিক মনিটরিং ফর্ম পূরণ করা।

২.৯.৮ উপজেলা প্রকৌশলীর দায়িত্ব

- স্কীম নির্ধারণ ও নির্বাচন চূড়ান্ত করা।
- স্কীম ভিত্তিক সমস্ত খরচ ও কর্মীদের বেতনের প্রাক্কলন চূড়ান্ত করা।
- কর্মী নির্বাচন ও সুপারভাইজার নিয়োগ চূড়ান্ত করা।
- উপজেলা পরিষদের মাসিক পর্যালোচনা সভায় বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড আলোচনা করা।

- মহিলা দল সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানে সহযোগিতা প্রদান করা।
- মহিলা দলকে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা কাজে কারিগরি সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান করা।
- অগ্রগতির প্রতিবেদনসহ অন্যান্য মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করা।
- মহিলা দল কর্তৃক সম্পাদিত কাজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শ্রমিকদের মজুরী প্রাপ্তি যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে তদারকী ও উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- বৃক্ষসম্পদ বন্টন কমিটির সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করা।

২.৯.৯ এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ)-এর দায়িত্বঃ

- সকল মহিলা কর্মীদের মান সম্পন্ন রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও গাছ পরিচর্যার নীতিমালা, কৌশল ও দলীয় ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- মহিলা কর্মীদের কাজে টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ, চুক্তির মেয়াদ শেষে সচেতনতা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের উপর প্রণীত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও উপকরণাদি যাচাই করা। নিয়োগ প্রাপ্ত এনজিও দ্বারা প্রদত্ত প্রশিক্ষণ তদারকী করা।

২.৯.১০ জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বঃ

- জেলা রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির মাধ্যমে স্কীম নির্বাচন ও প্রাক্কলন চূড়ান্ত করা,
- মহিলা শ্রমিকদের মজুরীর প্রাক্কলন অনুমোদন নিশ্চিত করা,
- মহিলা শ্রমিকদের মজুরী যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ নিশ্চিত করা,
- জেলার সকল ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তত্ত্বাবধান ও উপজেলা প্রকৌশলীর সংগে সার্বিক সমন্বয় রক্ষা করা,
- বৃক্ষ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এলজিইডি সদর দপ্তরকে প্রদান করা,
- বৃক্ষ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা নিরসনে উপজেলা প্রকৌশলীকে সাহায্য করা,
- জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সভায় রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা কার্যক্রম ও উহার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং কোন সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা নিরসনের পদক্ষেপ নেয়া।

বাঁধ/খালের পাড়ে বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ

৩. বাঁধ/খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতায় নির্মিত বাঁধ ও খালের পাড় রক্ষা করার লক্ষ্যে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ডের সাথে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম সমন্বিত করা হয়েছে। বর্তমানে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পাধীন উপ-প্রকল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন বা পুনঃখননের ফলে বৃক্ষরোপনের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

৩.১ বাঁধ/খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ প্রস্তাব বাছাই

উপ-প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এলজিইডি'র উপজেলা কার্যালয়ের সহযোগীতায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ প্রস্তাব বাছাই করবে। পাবসস সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর সহযোগীতায় ছক পূরণ (বাঁধ/সংযোজনী-১) করে আনুষ্ঠানিকভাবে উপপ্রকল্প বাঁধে/খালের পাড়ে বৃক্ষরোপনের প্রস্তাব দেবে। প্রস্তাব অনুমোদনের সময় নিম্নোক্ত বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

- বৃক্ষ চারা রোপনের ফলে বাঁধের বা খালের পাড়ের যেন কোন ক্ষতি না হয়।
- বাঁধ/খালের পাড় নির্মাণের উদ্দেশ্য যেন ব্যহত না হয়।
- বাঁধের/খালের পাড় রক্ষণাবেক্ষণ যেন বাধাগ্রস্থ না হয়।
- রোপণ ও পরিচর্যার দায়িত্ব পাবসসকে গ্রহণ করতে হবে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে পাবসস থেকে প্রাপ্ত বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের প্রস্তাব যাচাই করে বাস্তবায়নের অনুমোদন দেবেন। প্রস্তাব অনুমোদন প্রাপ্তির পর উপজেলা প্রকৌশলী একটি সিডিউল তৈরী করবেন . (বাঁধ/সংযোজনী-২)।

৩.২ বাস্তবায়ন

ক) প্রস্তাব অনুমোদন প্রাপ্তির পর পাবসস বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। তবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে এলজিইডি ও পাবসসের মধ্যে একটি চুক্তিনামা (বাঁধ/সংযোজনী - ৩) স্বাক্ষরিত হবে।

খ) বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার জন্য পাবসস কর্তৃক আগ্রহী উপকারভোগীদের সমন্বয়ে একটি উপ কমিটি করতে হবে। উপজেলা প্রকৌশলী পাবসসের সুপারিশক্রমে এবং উপ-প্রকল্পে দায়িত্ব প্রাপ্ত ফ্যাসিলিটেটর বা কমিউনিটি অর্গানাইজারের পরামর্শক্রমে মহিলা কেয়ার টেকার নিয়োগ করবেন। বৃক্ষরোপনের পর রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে দুই বছরের জন্য কেয়ারটেকার নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। (বাঁধ/সংযোজনী-৪)

গ) নিয়মিত পরিচর্যার জন্য এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের নিম্নোক্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে কেয়ার টেকার হিসাবে নিয়োগ করতে হবে।

- পাবসস সদস্যভূক্তি,
- পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী,
- বিধবা/ তালাক প্রাপ্তা/পরিত্যাক্তা,
- স্বামী পঙ্গু/কর্মক্ষম নয়,
- ভূমিহীন,
- মাসিক আয় অনিয়মিত ও তিনশ টাকার নিচে,
- পেশায় দিনমজুর,
- উৎপাদন যোগ্য সম্পদের অভাব,
- পাবসসের নিয়মিত সভায় ও সঞ্চয় অংশগ্রহণে কর্মসূচীতে আগ্রহী, ও
- চারা গাছ পরিচর্যায় আগ্রহী।

ঘ) কেয়ার টেকারের দায়িত্ব

- রোপণকৃত চারার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা,
- রোপণকৃত চারায় সেচ প্রদান, ও
- গরু ছাগলের অত্যাচার বা দুষ্ট লোকের হাত থেকে চারা বাঁচানো।

ঙ) উপকমিটি ও কেয়ার টেকারদের জন্য বৃক্ষ পরিচর্যার উপরে বনবিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তার সহায়তায় একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩ বৃক্ষজাত নির্বাচন

বৃষ্টিপাত, মাটি ও স্থানের উচ্চতার তারতম্য ও বৃক্ষ উৎপাদনের উপযোগীতার উপর ভিত্তি করে বৃক্ষজাত নির্বাচন ও চারা রোপণ করতে হবে।

৩.৩.১ বৃক্ষরোপণ দূরত্ব

- বৃক্ষরোপণ স্থান, দূরত্ব সংযুক্ত নক্সাতে (বাঁধ/সংযোজনী-৫) দেখানো হয়েছে।
- ঢালের উপরের এক তৃতীয়াংশে ঘাস, তুঁত, ধঞ্চে এবং অড়হর লাগাতে হবে।
- ঢালের মাঝের এক তৃতীয়াংশে বিভিন্ন ধরণের গুল্ম বা ঝোপ জাতীয় গাছ লাগানো যেতে পারে।
- বাঁধ/পাড়ের পাদদেশে ধঞ্চে ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে।
- দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বাঁধের/খালের পাড়ের ঢালের নিচের দিকে এক তৃতীয়াংশ হিজল, কেওড়া, গোল পাতা লাগাতে হবে।

৩.৩.২ গাছের চারা রোপণ পদ্ধতি

- আষাঢ়-শ্রাবন মাসে চারা লাগানোর মৌসুমের ২ সপ্তাহ আগে গর্ত করতে হবে।
- গর্তের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা হবে ৪৫ সেঃমিঃ।
- চারা রোপনের আগে গর্তের নিচে মাটির সাথে টি,এস,পি, ও এম,ও,পি সার এবং গোবর সার মিশ্রিত করে রাখতে হবে।
- রোপনের সময় চারার পলিথিন সরিয়ে নিতে হবে এবং চারার শিকড় যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় খেয়াল রাখতে হবে।

৩.৩.৩ গাছের পরিচর্যা ও বিধিনিষেধ

- বাঁধের চূড়া বা ক্রেষ্টে কোন গাছ লাগানো যাবে না।
- সহজে উপড়ে যায় এমন গাছ কিংবা ঘাস জন্মানোর ক্ষেত্রে বিরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করে এমন প্রজাতির গাছ লাগানো যাবে না।
- বাঁধের ঢালে কলা গাছ লাগানো যাবে না।
- গাছের ডালপালা নিয়মিতভাবে কাটতে হবে যাতে সুদৃঢ় থাকে।
- গাছের আবর্তনকাল অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ে গাছ কাটতে হবে।

৩.৩.৪ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

ক) পদ্ধতি

- পাবসস কেয়ার টেকারের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন এবং কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করবেন।
- কর্তব্যে অবহেলা এবং বারংবার সতর্ক করার পরও সংশোধন না হলে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ উপ-কমিটি পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উক্ত কেয়ার-টেকারকে বরখাস্ত করার সুপারিশ করবেন।
- কেয়ার টেকার অসুস্থতা বা অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটিকে যথাসময়ে জানাতে হবে।
- কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে গাছ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সমস্যা হলে কেয়ার-টেকার সমাধানের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জানাবে।
- পাবসস ও কেয়ার টেকারের মধ্যে উদ্ভূত কোন সমস্যা সমাধান না হলে উপজেলা প্রকৌশলী মীমাংসা করবেন।
- কর্তব্যে অবহেলার কারণে কোন চারা গাছ মারা গেলে অথবা নষ্ট হলে ক্ষতিগ্রস্থ চারার মূল্যের ২০% কেয়ার-টেকারকে জরিমানা হিসেবে পাবসস বৃক্ষরোপণ সংরক্ষণ উপ-কমিটিতে প্রদান করতে হবে।
- স্বেচ্ছায় কোন কেয়ার-টেকার পরিচর্যার কাজ করতে না চাইলে তার পরিবর্তে নিয়ম মাফিক নতুন কেয়ার-টেকার নিয়োগ করা যাবে।
- দায়িত্ব প্রাপ্ত ফ্যাসিলিটেটর ও কমিউনিটি অর্গানাইজার, কেয়ার-টেকার এবং সংশ্লিষ্ট পাবসসকে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবেন।

খ) রিপোর্টিং

- পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি ত্রৈমাসিক রিপোর্টে বৃক্ষরোপণ কর্মকান্ডের অগ্রগতির উপর তথ্য প্রদান করবে (বাঁধ/সংযোজনী-৬)।
- ফ্যাসিলিটেটর ও সোসিও ইকোনোমিষ্ট মাসিক কর্ম পরিকল্পনায় বৃক্ষরোপণ কর্মকান্ডের অগ্রগতি উল্লেখ করবেন এবং সদর দপ্তরে প্রেরণ করবেন।
- অগ্রগতি রিপোর্টে জীবিত গাছের সংখ্যা, গাছ পুনঃরোপনের সংখ্যা, কেয়ার-টেকারের সংখ্যা ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

৩.৪ **মজুরী**

- কেয়ার-টেকারগণ প্রতিমাসে ১০০০ টাকা হারে পারিশ্রমিক পাবেন।
- প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের বেতন প্রদান করতে হবে।

৩.৫ **অর্থায়ন**

- উপ-প্রকল্প পাবসস এলজিইডি'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের সহযোগীতায় ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় অর্থায়নের ব্যবস্থা করবে।
- মোট প্রাক্কলিত অর্থের ৩% উপ-প্রকল্প উপকারভোগীদের প্রদান করতে হবে।

৩.৬ **বাস্তবায়নকারী সংস্থা**

- উপ-প্রকল্প পাবসস এলজিইডি'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের সহায়তায় এবং দুপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে ।
- বন বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বৃক্ষরোপণ, চারা সংগ্রহ, পরিচর্যা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজে কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে।

৩.৭ **বৃক্ষসম্পদ বন্টন**

৩.৭.১ **বাঁধে বা খাল পাড়ে উৎপাদিত বৃক্ষের বিক্রয়লব্দ অর্থ নিম্নোক্ত হারে বন্টিত হবে**

পাবসস	ঃ	৫০%
রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	ঃ	২০%
ইউনিয়ন পরিষদ	ঃ	১০%
বৃক্ষরোপণকৃত বাঁধ বা খালের পার্শ্ববর্তী জমির মালিক	ঃ	২০%
মোট	ঃ	১০০%

৩.৭.২

- বৃক্ষ বন্টনের পদ্ধতিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের মধ্যে একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষর করতে হবে।
- পাবসস প্রাপ্য অংশের অর্থ অন্যান্য কাজ ছাড়াও উপপ্রকল্প কাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে খরচ করতে পারবে।
- বৃক্ষসম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটা অংশ পাবসসের সাধারণ সদস্যদের উন্নতির জন্যও খরচ করা যাবে।

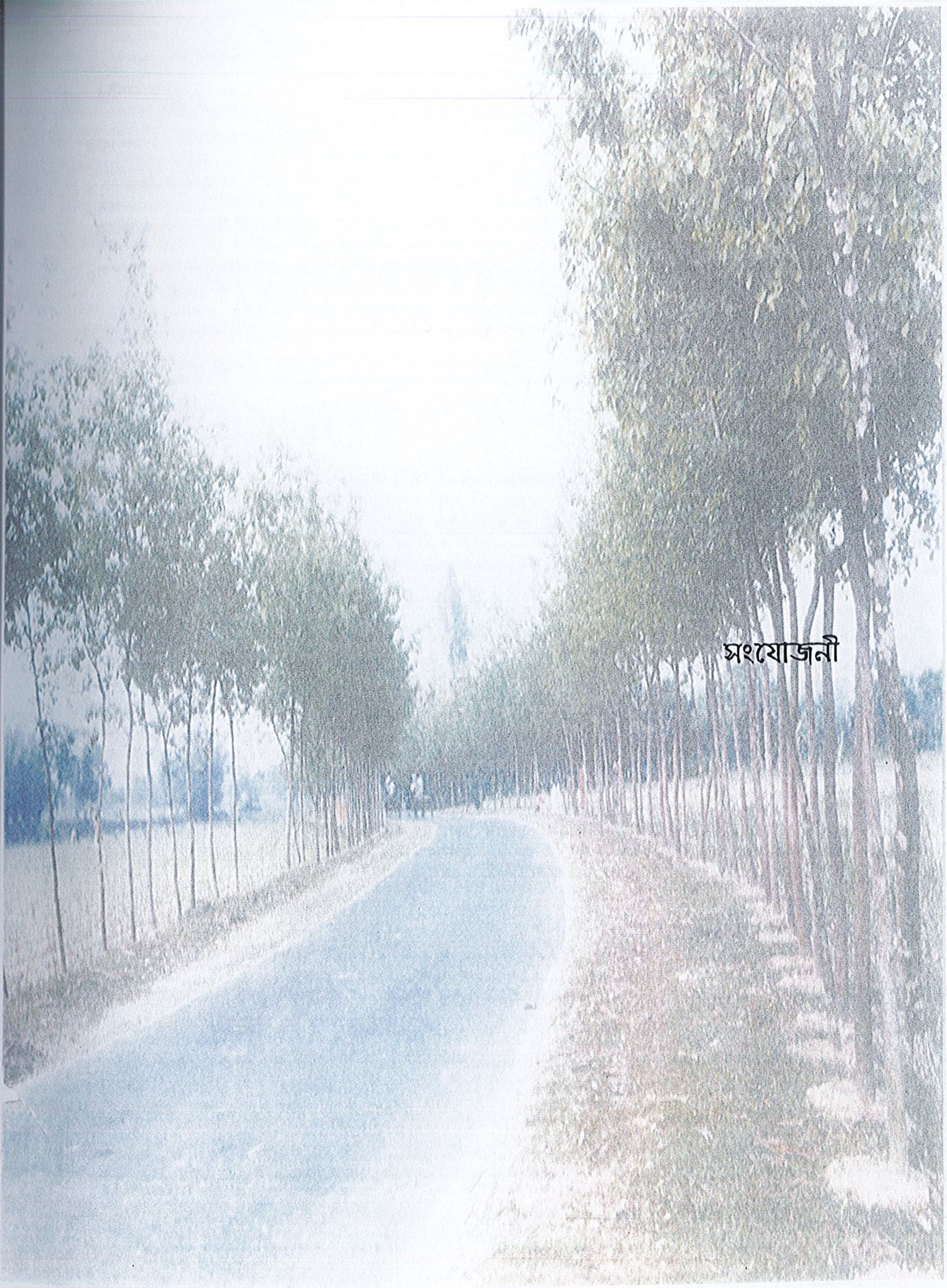

সংযোজনী

বৃক্ষজাত নির্বাচন, বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষরোপণে সতর্কতা

বৃক্ষের জাত নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে যেন রোপনের ফলে রাস্তার/বাঁধের কোন ক্ষতি না হয়। স্থানীয় উপযোগী জাত নির্বাচন করা উচিত। নিকটস্থ রাস্তাঘাট, হাটবাজার ও বসতবাড়ী সংলগ্ন এলাকা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি স্থানে কি ধরনের জমি ও মাটিতে কোন জাতের বৃক্ষ ভাল জম্মে তা পর্যবেক্ষণ করে উপযুক্ত বৃক্ষ জাত নির্ধারণ করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ উৎপাদনে খেয়াল রাখতে হবে যেন এক প্রজাতির উদ্ভিদ অন্য প্রজাতির বৃদ্ধিতে কোন সমস্যা সৃষ্টি না করে। সাধারণতঃ কম বা হালকা পাতা উৎপাদনকারী জাত নির্বাচন করা ভাল। বৃক্ষ জাত নির্বাচনে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

ছক- বৃক্ষ জাত নির্বাচন

বিষয়	বৈশিষ্ট্য	উপযোগি জাত
ভূমি ও মাটি	• ভূমি উর্বরতা, মাটির বুনট, জৈব পদার্থ ও পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধিতে গাছের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।	• অড়হর, আকাশমনি, বাবলা, কড়ই, শিরিষ, ঝাউ, খয়ের, শিশু, আমলকি, রেইনট্রি, মান্দার, ইপিল-ইপিল, ধৈঞ্চা
মাটিতে পিএইচ মাত্রা (স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ, বন অধিদপ্তর ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট কার্যালয় থেকে জানা যাবে)	• পিএইচ (হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব) মাত্রা ৭ এর উপরে হলে মাটি ক্ষার বা লবনযুক্ত এবং ৭ এর নিচে হলে অম্লযুক্ত হয়। • পিএইচ মাত্রা ৬.৩ থেকে ৭.৪ এর মধ্যে হলে বৃক্ষ উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। • পিএইচ মাত্রা উপরে ৮.৫ ও নিচে ৫.৫ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। • তবে পিএইচ মাত্রা ৫.৫ এর নিচে হলে গাছ ভালো জম্মায় না।	• আকাশমনিঃ ৩.০-৯.৫ • একাশিয়াঃ ৪.২-৮.০ • সিরিষ, কাঁঠাল, কড়ই, রেইনট্রি, মিঞ্জুরি, শিশুঃ ৫.২-৭.৫ • বাবলা, গামার, খয়ের, ঝাউঃ ৫.০-৭.৫ • খেজুর, মেহগনি, সেগুন, আমড়া, নারিকেলঃ ৭.০-৮.৫ • আম, জাম, শাল, গজারি, নিম, শিমুল, জারুল, লিচুঃ ৬.০-৬.৫
নবাঙ্কুর ক্ষমতা	• ডালপালা কাটার পর নতুন ডালপালা গজানোর ক্ষমতা সব গাছের সমান নয়।	• ইপিল-ইপিল, রেইনট্রি, শাল বৃক্ষের নবাঙ্কুর ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। • শিরিষ, নিম, গামার, সেগুন, সজিনা ও মিঞ্জুরির ক্ষমতা মধ্যম। • খয়ের, বাবলা, কড়ই, শিশু, জাম ও পেয়ারার ক্ষমতা মোটামুটি। • আকাশমণি, কাঁঠাল, ঝাউ ও আমলকির ক্ষমতা সবচেয়ে কম।
জলাবদ্ধতা সহনশীলতা	• জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে অনেক গাছ বাঁচে না	• নিম, কাঁঠাল ও ইপিল-ইপিল সহজে মরে যায়
আর্দ্রতার চাহিদা	• মাটিতে সারা বছর আর্দ্রতা থাকতে হবে।	• কড়ই, শিরিষ, আকাশমণি।
খরা সহনশীলতা	• সব গাছ খরা সহ্য করতে পারে না। কোন কোন জাত সামান্য খরাতে মরে যায়। আবার অনেক জাত দীর্ঘ খরাতে বেঁচে থাকে।	• সাধারণ খরাঃ বাবলা, কাঁঠাল, নিম ইপিল। • দীর্ঘ খরাঃ আকাশমনি, মিঞ্জুরি, গামারি, শিশু, সেগুন, শাল, রেইনট্রি।
লবনাক্ততা সহনশীলতা	• কিছু কিছু গাছ লবনাক্ত মাটিতেও ভালভাবে বাঁচতে পারে।	• রেইনট্রি, ইপিল, নারিকেল, মান্দার, আমড়া, সুন্দরি, কেওড়া, কাঠবাদাম, শিরিষ, শিশু বাবলা।

মাটির যথাযথ বুনট ও গঠন এবং ক্ষয়রোধে ও নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা করতে হবেঃ

ক. রাস্তার/বাঁধের ঢালের উপরের অর্ধাংশে জৈব পদার্থ উৎপাদনকারী ধৈঞ্চা, অড়হর বা ঘাস ও তুঁত লাগানো যেতে পারে। বর্ষাকালে পানির স্রোতে বা ঢেউয়ে পাড় ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ইকর বা বিন্না ঘাস ও লজ্জাবতী লাগানো যেতে পারে। বর্ষার আগে মুগ, মাষকলাই বা গোমটর আবাদ করা যায়। তবে ফসল পরিপক্ক হলে শুধু ফল সংগ্রহ করে গাছ রেখে দিতে হবে যেন মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ হতে পারে।

খ. নিচের অর্ধাংশে গভীর শিকড়যুক্তঃ শিশু, তেঁতুল, নারিকেল, সুপারি, তাল, খেজুর লাগানো ভালো। কালো তেরাই মাটি (বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর জেলা) ব্যতিত অন্য সব অঞ্চলে বাবলা গাছ লাগানো যেতে পারে। কালো তেরাই মাটিতে গামার, চাপালিশ, সেগুন ও মেহগনি উপযোগী বৃক্ষ। উপকূলীয় নোনা মাটিতে খৈয়া বাবলা, কেওড়া ও গোলপাতা লাগানো যেতে পারে।

বৃক্ষরোপণ

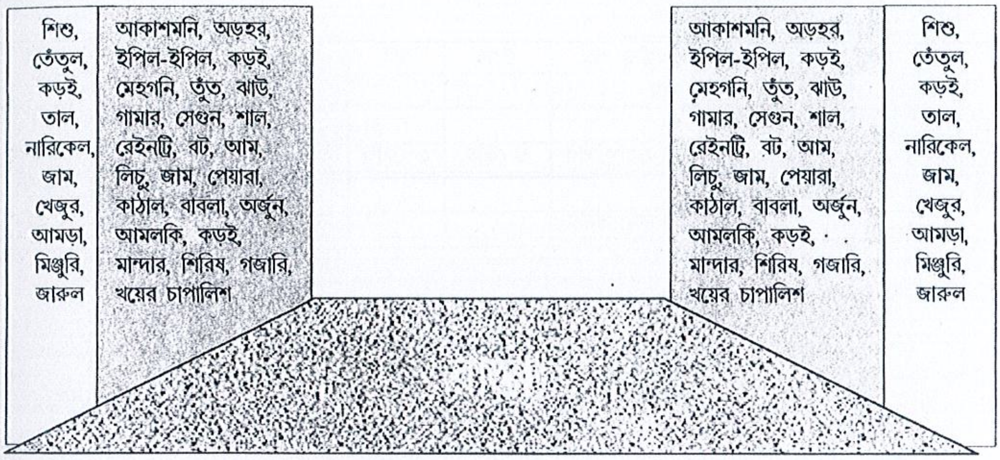

সতর্কতাঃ

১। রাস্তার/বাঁধের ঢালে সহজে উপড়ে যায় এমন গাছ রোপণ করা যাবে না।

২। রাস্তার/বাঁধের চূড়াতে কোন চারা রোপণ করা যাবে না এবং ঢালে কলা গাছ লাগানো যাবে না।

৩। গাছের গোড়ায় যেন গর্তের সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪। গাছকে সুদৃঢ় রাখার জন্য মাঝে মাঝে ডালপালা কেটে দিতে হবে।

চারা রোপণ পদ্ধতি

গর্তের মাপ একহাত গভীর ও একহাত চওড়া হবে। খোড়ার সময় গর্তের উপরের ও নিচের মাটি আলাদা করে দু'পাশে রেখে ভাল করে গুড়া করতে হবে। গর্তের মাটির সাথে চারা রোপনের দুই সপ্তাহ পূর্বে নিচের ছকে বর্ণিত হারে গোবর বা আবর্জনা পচা সার, খৈল, ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ও ছাই মিশ্রিত করতে হবে। গর্ত প্রস্তুত হওয়ার দুই সপ্তাহ পরে বিকেলের দিকে চারা রোপণ করতে হবে। রোপনের পর গর্ত প্রস্তুতের সময় আলাদা করে রাখা নিচের মাটি চারার গোড়ায় উচু করে দিতে হবে।

ছক- চারা রোপনের পূর্বে গর্তে সার প্রয়োগ হার

চারার বর্ণনা	গোবর/আবর্জনা পচা সার	খৈল	ছাই	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি
ফল ছোট চারা	গর্তের মাটির সমপরিমাণ	১ কেজি	৫ কেজি	৩০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
বনজ	গর্তের মাটির সমপরিমাণ	-	-	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম	১০ গ্রাম

LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT
POINTS VALUE FOR PRIORITY RANKING

District: Upazila:

Name of Road: I.D.No:

Road Details	Description	Rating	Score
Classification	FRB	12	
	R1	6	
	R2	3	
	R3	0	
Surface	Bituminous carper	12	
	WBM/HBB/ASS	6	
	Earthen	3	
Gaps	Nil gaps or cuts	12	
	Minor cuts	6	
	Major gaps or cuts	3	
Condition	Bad	12	
	Average	6	
	Good	3	
Traffic	All types	12	
	Mainly non-motorized	6	
	Mainly pedestrians	3	
Construction	Donor-funded/Foreign Aid	5	

Providing access to :

Markets	Growth centre	12	
	Rural Market	6	
	Hat/Bazar	3	
Hospitals	Upazila/Union Health Centre	8	
	Private Clinic	3	
Social Centres	UP Office	7	
	Community Centre	3	
Educational	College	5	
	Secondary School	3	
	Primary School	3	
	Madrasha	3	
Industries	Cottage industry, husking mill etc.	3	
	Total points scored:		

Signature (Prepared by)
SAE (Maintenance)
Date:

Signature (Checked by)
Upazila Engineer
Date:

LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT
TECHNICAL REPORT

DISTRICT: ______________ UPAZILA: ______________ ROAD ID NO: ______________

NAME OF SCHEME/ROAD: ______________________________

LOCATION OF WORK: ch. To ch. __________: LENGTH: ________ Km/SPAN: ________ m

1. Description of the scheme (road/structure): ______________________________

2. Importance of the scheme (in terms of socio-economic benefit) : ______________________________

3. Priority Rank (score according to Form for priority Ranking): ______________________________

4. Year of Construction : ______________ Source of Fund : ______________

5. Details of the Condition (according to surface type in case of road): ______________________________

6. Details of the Condition (according to surface type in case of road): ______________________________

7. Proposed Maintenance Action: ______________________________

Signature	Signature	Signature
Upazila Engineer Date:	Assistant Engineer (Maint.) Date:	Executive Engineer Date:

Road Maintenance, Tree Plantation & Caring Scheme
Format for Cost Estimate

District: ....
Upazila: ....
Name of the Road: ....

Month: ....
Year: ....

Sl. No.	Name of Union	Length of road	Tree			Fertilizer			Planting Cost			Spade			Basket			Durmuj			Dao			Water Jar			Bamboo post			Transportation cost	Sign board	Other	Total Cost
			No. of Tree	Cost/ Tree	Total cost	Qty No.	Cost/ Tree	Total cost	No.	Cost/ Plant	Total Cost	No.	Cost/ spade	Total cost	No.	Cost/ Basket	Total Cost	No.	Cost Durmuj	Total cost	No.	Cost/ Dao	Total Cost	No.	Cost/ water Jar	Total Cost	No.	Cost/ Post	Total Cost				5+8+11+14+17+20+23+26+29+30+31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

* Rate analysis of Tree is enclosed
* Rate analysis of Fertilizer is enclosed

Fertilizer per plant

a. TSP-15gm
b. MP-15gm
c. Cowdung-2kg
d. Urea-20gm

Types of Tree (Minimum Hight-2m)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Total Expenditure Tk ....
VAT: ....
Income Tax:..........................

Grand Total Tk. ....

Signature
Sub-Assistant Engineer
Date:

Signature
Upazila Engineer
Date:

Signature
Executive Engineer
Date:

কর্মী মহিলাদের নিয়োগপত্র

------------------ তারিখের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে

ক্রমিক নং	নাম	স্বামীর নাম	ঠিকানা	বয়স
১।				
২।				
৩।				
৪।				
৫।				
৬।				
৭।				
৮।				
৯।				
১০।				

------------ ইউনিয়নের -------- দৈর্ঘ্যের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের জন্য ---------- তারিখ হইতে অনধিক তিন বৎসরের জন্য কর্মী মহিলা হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হইল। এই কাজের শর্তাবলী হইবে নিম্নরূপঃ

ক) প্রত্যক কর্মী মহিলাকে নির্দিষ্ট ৫০০ মিটার রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

খ) রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের কাজ নিয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্দেশানুযায়ী করিতে হইবে।

গ) প্রত্যেক কর্মীকে দৈনিক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিতে হইবে।

ঘ) প্রত্যেক মহিলাকে সপ্তাহে সাত দিন কাজ করিতে হইবে।

ঙ) প্রত্যেক কর্মীকে দৈনিক কাজের জন্য ---------- টাকা বেতন দেওয়া হইবে যাহা হইতে ২০% টাকা তাহার নামে ব্যাংকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় একাউন্টে জমা হইবে। কার্যমেয়াদ শেষে এই টাকা এক সঙ্গে কর্মীকে ফেরত দেওয়া হইবে যাহাতে নতুন কোন আয়বর্দ্ধনমূলক কার্যকলাপ কর্মী শুরু করিতে পারেন।

চ) রাস্তার মেরামতি কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত পরিদর্শকের নজরে গাফিলতি ধরা পড়িলে শাস্তি পাইতে হইবে। এই শাস্তি সাবধান বানী, বেতন কর্তন হইতে শুরু করিয়া চাকুরী হইতে বহিস্কার পর্যন্ত হইতে পারে। সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের সুপারিশক্রমে স্থানীয় কর্মকর্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ছ) প্রত্যেক মহিলা কর্মীকে ৫০০ মিটার রাস্তায় মোটামুটিভাবে ৮৩৩টি চারা গাছের দায়িত্ব লইতে হইবে।

জ) কার্যকালীন সময়ে কোন গাছ গরু ছাগলে নষ্ট করিয়া ফেলিলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর নিজ খরচে ইহা পূরণ করিতে হইবে। এই ব্যাপারে ব্যর্থ হইলে নিয়মানুসারে কর্মীকে কাজ হইতে অপসারণ করা হইবে

ঝ) কার্যকালীন সময়ে অথবা পরে কোন গাছ যদি কোন ব্যক্তি নষ্ট করে/ক্ষতি করে সংশ্লিষ্ট কর্মী মহিলা যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে পরিদর্শককে জানাইবেন।

ঞ) কার্য সম্পর্কিত অন্য যে কোন সমস্যা ও প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শককে জানাইতে হইবে এবং তাহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে।

ট) মজুরী মাসে একবার দেওয়া হইবে

ঠ) রাস্তা মেরামতের, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদী সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদান করিবে

ড) বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষের চারা, সার ও সরঞ্জামাদী সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদান করিবে।

ঢ) এতদ্ কার্য বিষয়ক সব রকম নিরাপত্তা ও আইনগত সমর্থন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় প্রদান করিবে।

উপরোক্ত শর্তাবলীতে সম্মতি থাকিলে মহিলা কর্মী নিম্নে তাহার নামের পার্শ্বে সম্মতি স্বাক্ষর/টিপ সহি প্রদান করিবেনঃ

ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর/টিপ সহি	তারিখ
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			
৬।			
৭।			
৮।			
৯।			
১০।			

স্বাক্ষর　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　তারিখঃ

উপজেলা প্রকৌশলী

সুপারভাইজারের নিয়োগপত্র

--------------------- ইউনিয়নের ---------------- দৈর্ঘ্যের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের জন্য ---- -------- তারিখ হইতে অনধিক ---------- বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হইল। এই নিয়োগের শর্তাবলী হইবে নিম্নরূপঃ

১) সুপারভাইজার সড়কের কোন অংশে কি ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করতে হবে তা চিহ্নিত করবে ও সে অনুসারে কাজ সম্পাদন করবে।

২) সুপারভাইজার মনিটরিং রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে, যাতে কম্যুনিটি অর্গানাইজার উপ-সহকারী প্রকৌশলী, (রক্ষণাবেক্ষণ), উপজেলা প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যক্রম পরিদর্শণকালে লিপিবদ্ধ তথ্যাদি যাচাই করার সুযোগ পান।

৩) শ্রমিকদেরকে সাপ্তাহিক কাজের সময়সূচী সম্পর্কে অবহিত করবেন

৪) রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সুপারভাইজার; কার্য-সহকারী অথবা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) বা প্রয়োজনে উপজেলা প্রকৌশলীকে অবহিত করবেন

৫) সুপারভাইজার দলের/দলসমূহের মধ্যে আভ্যন্তরীন সু-সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং উদ্ভুত যে কোন সমস্যা সমাধানে পরিবেশ সৃষ্টি করবেন,

৬) সুপারভাইজার সর্বদাই এলজিইডি ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে সমন্বয় রক্ষা করবেন।

৭) সুপারভাইজার নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রমিকদল/দলসমূহ যেখানেই কাজ করবে সেখানে এলজিইডির নাম সম্বলিত পতাকা প্রদর্শন করা আছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।

৮) সুপারভাইজার প্রতিদিন সর্বসাকুল্যে নির্ধারিত মজুরী টাকা ----- ব্যতীত অন্য কোনরূপ ভাতাদি পাবেন না।

৯) রাস্তার কোন অংশে রক্ষণাবেক্ষণে যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় বা অবহেলার কারনে কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হয়, তবে উক্ত অংশে নিয়োজিত শ্রমিকদের কোন পাওনা পরিশোধ করা হবে না মর্মে লিখিত ভাবে এলজিইডিকে অবহিত করবেন।

১০) যেহেতু বৃক্ষের পরিচর্যাসহ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ একটি নিয়মিত কাজ, তাই কোন শ্রমিক অসুস্থতাজনিত কারণে অনুপস্থিত থাকলে অবশ্যই সাময়িকভাবে তার একজন প্রতিনিধিকে সেই দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে, যাতে কাজের কোন বিঘ্ন না ঘটে। যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া একাধিকবার কোন শ্রমিক রাস্তার কাজে অনুপস্থিত না থাকে তা সুপারভাইজারকে নিশ্চিত করতে হবে।

১১) নিয়োগপত্র অনুযায়ী সুপারভাইজারের উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন করতে বাধ্য থাকবে এবং শর্তানুযায়ী কোন নিয়ম ভঙ্গ বা বিধি বিধান পালনে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কোনরূপ আইনের আশ্রয় না নিয়ে তা মেনে নিতে বাধ্য থাকব।

উপরোক্ত শর্তসমূহ ও নিয়মাবলী মেনে ------------------ ইং তারিখে সুপারভাইজারের সম্মতি স্বাক্ষর।

উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষর ও সীল
তারিখঃ ----------------------

সুপারভাইজার এর স্বাক্ষর
তারিখঃ -----------------

রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ স্কীম
কর্মী মহিলাদের কাজের সরঞ্জামাদী প্রাপ্তি স্বীকার পত্র

আমরা ------------ নং দল ---------------- ইউনিয়নের কর্মী মহিলা নিম্নোক্ত সরঞ্জামাদী এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর/ইউপি চেয়ারম্যান/সচিব, জেলা পরিষদের তরফ হইতে বুঝিয়া পাইলামঃ

ক্রমিক নং	সরঞ্জামাদী	সংখ্যা
১।	কোদাল	
২।	ঝুড়ি	
৩।	দুরমুজ	
৪।	দা	
৫।	কলসী	

উল্লেখ থাকে যে আমাদের দলের কেহ চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইলে বা চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তাহার নিকট উপরোক্ত মালামালের অংশ বিশেষ জমা থাকিলে কর্তৃপক্ষের নিকট অনতিবিলম্বে ফেরত দিব। অন্যথা প্রাপ্য মালামালের মূল্য ধার্য্য করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মীর বেতন হইতে কর্তন করা হইবে এবং উপরোক্ত মালামাল ক্রয় পূর্বক পূরণ করা হইবে।

স্বাক্ষর
তারিখ
(দলনেত্রী)

স্বাক্ষর
তারিখ
(সহকারী দলনেত্রী)

নিয়মিত রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা মনিটরিং রেজিষ্টার

জেলাঃ ---------------------- উপজেলাঃ ---------------------- রাস্তার নাম ও টাইপঃ ----------------------------------- ID. No. ----------------------

কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ					কাজের মান যাচাই				
লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের তারিখ	তারিখ হইতে তারিখ পর্যন্ত (সময়কাল)	যে স্থান হইতে যে স্থান পর্যন্ত (দূরত্ব) (মিটার হিসাবে)	রাস্তার বর্তমান অবস্থা	দায়িত্ব প্রাপ্ত স্টাফের স্বাক্ষর	মনিটরিং তারিখ	যে স্থান থেকে যে পর্যন্ত কাজ করেছে (মিটার হিসাবে)	গর্ত, গাড়ির চাকার দাগ, বৃষ্টি জনিত গর্ত, ভাঙ্গা ব্রীজ-কালভার্টের উভয় পার্শ্বে মাটি দেওয়া (সন্তোষজনক/ অসন্তোষজনক)	জীবিত গাছের সংখ্যা	জীবিত গাছের হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

কাজের মান যাচাই							
রাস্তার কাঁধ ও ঢাল মেরামত করা (সন্তোষজনক/ অসন্তোষজনক)	পার্শ্ব ঢাল মেরামত হলে ঘাস লাগানো (সন্তোষজনক/ অসন্তোষজনক)	আগাছা/ জঙ্গল পরিষ্কার করা এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা (সন্তোষজনক/ অসন্তোষজনক)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (সন্তোষজনক/ অসন্তোষজনক)	কাজের মান (সন্তোষজনক/ অসন্তোষজনক)	সার্বিক মন্তব্য (সন্তোষজনক/ অসন্তোষজনক)	দলনেত্রীর স্বাক্ষর	কার্য-সহকারীর স্বাক্ষর
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

কাজের কোড ও বিবরণ

কাজের কোড	কাজের বিবরণ	একক	লম্বা (মিঃ)	পাশ (মিঃ)	উচ্চতা/গভীরতা (মিঃ)	দৈনিক কাজের পরিমাণ
১।	উঁচু সোল্ডার কেটে ৫% ঢাল করা	$মি^৩$				
২।	নীচু সোল্ডার ভরাট	$মি^৩$				
৩।	ড্রেন কাটা/পরিষ্কার	$মি^৩$				
৪।	গর্ত মেরামত (ইঁদুরের গর্ত/রেইন কাট/পার্শ্ব ঢাল)	$মি^৩$				
৫।	সোল্ডার/পার্শ্ব ঢালের আগাছা পরিষ্কার	$মি^২$				
৬।	ব্রীজ/কালভার্টের দেয়ালে আগাছা পরিষ্কার	সংখ্যা				
৭।	ব্রীজ/কালভার্টের মুখের আগাছা পরিষ্কার	সংখ্যা				
৮।	গাছের পরিচর্যা	সংখ্যা				
৯।	ঘাসের চাপড়া লাগানো	$মি^২$				
১০।	সড়কের কাঁধে মাটির স্তুপ তৈরী	$মি^৩$				

রাস্তা/সংযোজনী-৮/খ

মহিলা কর্মীদের দ্বারা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের দৈনন্দিন হিসাব

জেলার নামঃ উপজেলার নাম

রাস্তার নামঃ রাস্তার দৈর্ঘ্য মোট কর্মী সংখ্যা

মাসের নামঃ

গ্রুপ নং	কর্মী সংখ্যা

তারিখ	কাজের অবস্থান	কাজের কোড	লম্বা (মিঃ)	পাশ (মিঃ)	উচ্চতা/গভীরতা (মিঃ)	দৈনিক কাজের পরিমাণ	মন্তব্য

স্বাক্ষর
দলনেত্রীর

স্বাক্ষর
সুপারভাইজার

স্বাক্ষর
এস,এ,ই (রক্ষণাবেক্ষণ)

নিয়মিত রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যার মাসিক মনিটরিং

১। দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ঃ ---
২। মনিটরিং এর তারিখ ঃ ---
৩। রাস্তার নাম ও টাইপ ঃ -------------------------- ID. No. --------------------
৪। উপজেলার নাম ঃ ---
৫। জেলার নাম ঃ ---

রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ মনিটরিং

৬। রাস্তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ মনিটরিং এর সময়কাল (এক মনিটরিং থেকে অন্য মনিটরিং এর সময় কাল) ঃ -----------------হতে-----------পর্যন্ত।
৭। গত মাসে মহিলা সদস্যদের কাজের মোট কর্ম দিবস ঃ --
৮। গত মাসে কর্মরত মোট মহিলা সদস্য সংখ্যা ঃ --
৯। গত মাসে দেয় মোট কাজের দৈর্ঘ্য (মিটার হিসাবে) ঃ --
১০। গত মাসে মোট কত মিটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে ঃ --
১১। গত মনিটরিং ভিজিট থেকে এ পর্যন্ত কতজন মহিলা সদস্য সতর্ক পত্র পেয়েছে ঃ -----------------
১২। গত মনিটরিং ভিজিট থেকে এ পর্যন্ত কোন মহিলা সদস্য চাকুরীচ্যুত হয়েছে কি? হয়ে থাকলে কতজন ঃ ------------

রক্ষণাবেক্ষণ কাজের স্কোর

ক্রমিক নং	রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলী	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক নয়
১	ছোট ছোট গর্ত বা চাকার দাগ, বৃষ্টি জনিত নালা ইত্যাদি ভরাট করা, ব্রীজ কালভার্টের উভয় পার্শ্বে মাটি দিয়ে ভরাট করা।		
২	জীবিত গাছের সংখ্যা		
৩	জীবিত গাছের হার		
৪	রাস্তার পার্শ্ব ঢাল মেরামত করা।		
৫	রাস্তার পার্শ্ব ঢাল মেরামত করার পর ঘাস লাগানো।		
৬	রাস্তার পার্শ্বদেশ, ঢালের ঝোপ-ঝাড় কাটা ও কালভার্টের পানি নির্গমন/বহির্গমন নালার জংগল পরিস্কার করা।		
৭	কাজের অগ্রগতি (অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা)		

স্বাক্ষর

দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা

তারিখঃ ---------------

মাসিক মনিটরিং সামারি রিপোর্ট

১। দায়িত্ব প্রাপ্ত স্টাফের নাম ঃ ....

২। ফরম পূরনের তারিখ ঃ ....

৩। ইউপি/উপজেলা/জেলা পরিষদ/পৌরসভাঃ ....

৪। জেলাঃ ....

৫। মাসিক সময়সীমা ঃ /   / থেকে /   / পর্যন্ত

৬। এ মাসে কতটা রাস্তায় নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যার কাজ শুরু হয়েছেঃ ....

৭। এ মাসে মোট কতটা সংগঠিত মহিলা দলের কাজ মনিটরিং এর প্রয়োজন ছিলঃ ....

৮। এ মাসে মোট কতটা সংগঠিত মহিলা দলের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ মনিটরিং করা হয়েছেঃ ....

৯। এ মাসে সংগঠিত সদস্যদের বরাবরে জারীকৃত সতর্ক পত্রের সংখ্যা ঃ ....

১১। এ মাসে চাকুরিচ্যুত মহিলা সদস্যদের সংখ্যা ঃ ....

(স্বাক্ষর)

দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা

তাং -------------------

বৃক্ষসম্পদ বণ্টন চুক্তিঃ

(১৫০ টাকা মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পের উপর সম্পাদন করিতে হইবে)

উপজেলা প্রকৌশলী, ------------------- উপজেলা, এলজিইডি (অতঃপর প্রথম পক্ষ হিসাবে অভিহিত) চেয়ারম্যান --------- --------- ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ হইতে (অতঃপর দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে অভিহিত), প্রথম পর্বের/দ্বিতীয় পর্বের ------- নং দল মহিলা কর্মীগণ যাহাদের নিয়োগ করা হইয়াছে ----------------- (একই ইউনিয়ন পরিষদের সীমানার মধ্যে শুরু রাস্তার থেকে ও শেষ সীমানার নাম) তাহাদের নামের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	ঠিকানা	কর্মী মহিলার নাম	মনোনীত ওয়ারীস (কর্মীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে)
১)			
২)			
৩)			
৪)			
৫)			
৬)			
৭)			
৮)			
৯)			
১০)			
১১)			
১২)			

অতঃপর অত্র চুক্তিপত্রে তৃতীয় পক্ষ হিসাবে অভিহিত), উক্ত দৈর্ঘ্যের রাস্তার জমির মালিকগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	ঠিকানা	জমির মালিকের নাম	জমির দৈর্ঘ্য (মিটার)
১)			
২)			
৩)			
৪)			
৫)			
৬)			
৭)			
৮)			
৯)			
১০)			
১১)			

(অতঃপর অত্র চুক্তিপত্রে চতুর্থ পক্ষ হিসাবে অভিহিত) অদ্য -------------- দিবস ------------ সালে ------------------- (একই ইউনিয়ন পরিষদের সীমানার মধ্যে রাস্তার শুরু থেকে শেষ সীমানার নাম) রাস্তায় রোপিত বৃক্ষসম্পদ পক্ষসমূহের মধ্যে ভবিষ্যৎ বণ্টনের লক্ষ্যে সর্ব সম্মতিক্রমে একটি চুক্তি নামায় উপনীত হয়।

অতঃপর, পক্ষসমূহ নিম্নলিখিত শর্তাবলী মানিয়া চলিতে সম্মত হয়ঃ

১. এই চুক্তিনামা ----------------- তারিখ হইতে ---------------- তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। পক্ষসমূহের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এই চুক্তিনামা পরবর্তী মেয়াদের জন্য নবায়ন করা যাইবে।

২. এই চুক্তিনামা ------------------ সংখ্যক বৃক্ষ যাহা --------- বছর আগে ------------ রাস্তার (শুরু ও শেষ সীমানার নাম) মোট --------- দৈর্ঘ্যে রোপিত হইয়াছে তাহার উপর বর্তাইবে।

৩. নিয়োগের শর্তানুযায়ী তৃতীয় পক্ষ বৃক্ষের নিয়মিত পরিচর্যা ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন। পরিচর্যা ও নিরাপত্তা বিধানে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষকে নিয়ম মাফিক সহযোগিতা প্রদান করিবে।

৪. বৃক্ষের পরিচর্যা ও নিরাপত্তা বিধানে চলতি তৃতীয় পক্ষের অবর্তমানে বৃক্ষের পরিচর্যা ও নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে পক্ষসমূহ নিম্নলিখিতভাবে কাজ করিবেঃ

৪.১ প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষের সব কর্মী দল (প্রথম পর্বের কর্মীদল এবং দ্বিতীয় পর্বের সব দফার সব কর্মীদল) ও চতুর্থ পক্ষের জমির মালিকদের পুনরায় সংগঠিত করিয়া বৃক্ষ পরিচর্যা ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য আলোচনা সাপেক্ষে তাহাদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করিয়া দিবে। তৃতীয় পক্ষ ও চতুর্থ পক্ষ সে সব দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকিবে।

৪.২ বণ্টিত দায়িত্ব অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষ ও চতুর্থ পক্ষ পালাক্রমে সীমানা অনুযায়ী পরিদর্শন করিবে, বৃক্ষের সংখ্যা গণনা করিবে, চুরি যাওয়া বা বিনষ্ট বৃক্ষের খতিয়ান সংগ্রহ করিবে এবং দায়ী ব্যক্তি ও কারণ চিহ্নিত করিয়া ইউনিয়ন পরিষদে রিপোর্ট করিবে।

৪.৩ প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ চুরি অথবা বিনষ্ট বৃক্ষের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাইবে এবং দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করিয়া দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৪.৪ বৃক্ষ চুরি ও বিনষ্টের ঘটনা বারংবার ঘটিতে থাকিলে এলজিইডি ও ইউনিয়ন পরিষদ তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট রাস্তায় জনসমাবেশ করিয়া বৃক্ষ চুরি ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে জনসমর্থনের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করিবে

৪.৫ ইউনিয়ন পরিষদ চৌকিদার দফাদারদের বৃক্ষের নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে।

৪.৬ কোন গাছ চুরি গেলে বা হারাইয়া গেলে দ্বিতীয় পক্ষ গাছের চারা সংগ্রহ করিবে এবং তৃতীয় পক্ষ এই গাছ রোপণ, পরিচর্যা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে।

৫. তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষের সহায়তায় বৃক্ষের ডালপালা এর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে সহায়তা করার জন্য ঝাটিয়া দেবে এবং ঝাটানো ডালপালা নীতিমালা অনুযায়ী দু'পক্ষের সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবে।

৬. বণ্টন নীতিমালা অনুসারে তৃতীয় পক্ষ ও চতুর্থ পক্ষ বৃক্ষের ফল সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবে

৭. বৃক্ষ পরিনত হওয়ার পর সব পক্ষ রাজী থাকিলে বৃক্ষসম্পদ বণ্টন পরিবীক্ষণ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বৃক্ষ বিক্রির ব্যবস্থা করা হইবে

৮. বৃক্ষ বণ্টন পরিবীক্ষণ কমিটির অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে গাছ বিক্রির ব্যবস্থা করিতে হইবে

৯. গাছ বিক্রির প্রস্তাবিত মূল্য বৃক্ষসম্পদ বণ্টন পরিবীক্ষণ কমিটি অনুমোদনের পর গাছ বিক্রি হইবে। বিক্রি মূল্য বৃক্ষসম্পদ বণ্টন পরিবীক্ষণ কমিটির নিকট জমা হওয়ার পর সর্বজন সমক্ষে প্রত্যেক অংশীদারের মধ্যে বণ্টন নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলা প্রকৌশলী/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতরণ করিবেন।

১০. বণ্টন নীতিমালাটি নিম্নরূপ যাহা মানিয়া চলিতে সবাই বাধ্য থাকিবেঃ

উৎপাদিত বৃক্ষসম্পদ		বৃক্ষসম্পদ বণ্টনের অনুপাত		
		রক্ষণাবেক্ষণ নিয়োগকৃত প্রথম পর্বের ও দ্বিতীয় পর্বের সকল দলের সকল মহিলা	রাস্তা সংলগ্ন জমির মালিক	ইউনিয়ন পরিষদ
ক)	পরিনত বৃক্ষের কাঠ	৪০%	৩০%	৩০%
খ)	সময়ান্তরে গাছের ঝাটানো ডালপালা, পাতা, মৃত ছোটগাছ	৬০%	৪০%	০%
গ)	গাছের ফল	৬০%	৪০%	০%

১১. তৃতীয় পক্ষের আনুপাতিক অংশের ভাগ প্রথম পর্বের সকল মহিলা ও দ্বিতীয় পর্বের সকল দফার সকল দলের মহিলা কর্মী সমানভাবে পাইবেন। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী মহিলা দলের পূর্বে একই কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত মহিলা কর্মী এবং চুক্তির পরবর্তীতে নিয়োগ প্রাপ্ত সকল মহিলা কর্মীই এই চুক্তির আওতায় বৃক্ষসম্পদের সমান অংশ পাইবেন। উপজেলা প্রকৌশলী ও ইউপি চেয়ারম্যান চুক্তি সম্পাদনের (যদি থাকিয়া থাকে) পূর্বের নিয়োগপ্রাপ্ত মহিলাদের নামের তালিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবেন। বৃক্ষসম্পদ বণ্টনের প্রথম চুক্তি সম্পাদনের পর হইতে পরবর্তীতে একই কাজের জন্য নিয়োগকৃত মহিলাদের জন্য নতুন চুক্তি সম্পাদন করার প্রয়োজন হইবে না। এই চুক্তির আওতায় উহার পূর্ববর্তী (যদি থাকিয়া থাবে) এবং পরবর্তীতে নিয়োগ প্রাপ্ত সকল মহিলাদের অংশভাগ নিশ্চিত করা হইবে।

১২. জমির মালিকগণ নির্ধারিত অনুপাতে তাহাদের ভাগ পাইবেন। তাহাদের সবার প্রাপ্ত ভাগের অংশ সমান নাও হইতে পারে। কারণ প্রত্যেক জমির মালিকের ভাগ হিসাব করা হইবে রাস্তার যে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য উক্ত জমির মালিকের জমির উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে অথবা জমিকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে সেই দৈর্ঘ্যের অনুপাতে।

১৩. বৃক্ষসম্পদ বণ্টন নির্দিষ্ট ইউনিয়নের সীমানা ভিত্তিক হইবে। একটি নির্দিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের এলাকার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত রাস্তার যতটুকু অংশ পড়িবে সেই অংশের বৃক্ষসম্পদ ঐ অংশে যত সংখ্যক কর্মি মহিলার কার্য এলাকা হিসাবে চিহ্নিত তত সংখ্যক মহিলা (প্রথম পর্ব বা দ্বিতীয় পর্বের সকল মহিলা কর্মী) ঐ নির্দিষ্ট রাস্তার দৈর্ঘ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জমির মালিকগণ ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে বণ্টন হইবে।

১৪. বৃক্ষসম্পদ বণ্টন পরিবীক্ষণ কমিটির তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ে সর্বজনসমক্ষে বৃক্ষসম্পদ বিক্রি হইতে প্রাপ্য টাকা বণ্টন করিতে হইবে। এই ব্যাপারে প্রথম পক্ষ মুখ্য ভূমিকা পালন করিবে।

১৫. বৃক্ষসম্পদের অর্থ বণ্টনের সময় মহিলা কর্মীদের ও জমির মালিকদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও ইউপি চেয়ারম্যান লিখিতভাবে প্রত্যেককে চিহ্নিত করিবেন। জমির চলতি মালিকই প্রকৃত ভাগীদার হইবেন।

উপ-প্রকল্প বাঁধ/খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ প্রস্তাবনা

১।	উপ-প্রকল্পের নাম	ঃ
২।	উপ-প্রকল্প নং	ঃ
৩।	ইউনিয়ন	ঃ
৪।	উপজেলা	ঃ
৫।	জেলা	ঃ
৬।	প্রস্তাবিত বাঁধ/খাল পাড়ের দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	ঃ
৭।	উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন বছর (অর্থ বছর)	ঃ
৮।	প্রস্তাবিত বাঁধ/খাল পাড়ের ইতোপূর্বে বৃক্ষরোপণ করা হলে জীবিত গাছের সংখ্যা, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ
৯।	বৃক্ষরোপণ খরচের শতকরা ৩ ভাগ এলাকার উপকারভোগীরা দিতে রাজী আছে কি না	ঃ
১০।	পাবসস এর নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণ সম্ভব কি না	ঃ
১১।	কম পক্ষে দুই বছর বৃক্ষ পরিচর্যায় দায়িত্ব গ্রহণে পাবসস সম্মত কি না	ঃ
১২।	পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যবিবরণীতে বৃক্ষরোপণ প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না	ঃ
১৩।	বার্ষিক কৃষি পরিকল্পনাতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না	ঃ
১৪।	মন্তব্য (যদি থাকে)	ঃ

পাবসস সভাপতির স্বাক্ষর

পাবসস সেক্রেটারী স্বাক্ষর

উপসহকারী প্রকৌশলীর স্বাক্ষর

উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষর

১৬. বৃক্ষ সম্পদের অর্থ বণ্টনের সময় জমির মালিকানা বিরোধ দেখা দিলে বৃক্ষসম্পদ বণ্টন পরিবীক্ষণ কমিটির সহায়তায় স্থানীয়ভাবে বিরোধ মিমাংসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যথা বিরোধ সম্পর্কিত জমির পাওনা ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব খাতে জমা হইবে।

১৭. মহিলা কর্মী ও জমির মালিকদের পাওনা নগদ অর্থে প্রদান করিতে হইবে। ইউনিয়ন পরিষদের পাওনা অংশ পরিষদের রাজস্ব আয় খাতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা হইবে।

১৮. প্রথম পক্ষ বৃক্ষসম্পদ এবং ইহা হইতে অর্জিত অর্থের সার্বিক হিসাব রক্ষা করিবে। বৃক্ষসম্পদ থেকে অর্জিত অর্থ বিতরণ তালিকা প্রাপকদের সই সহ উপস্থিত বৃক্ষসম্পদ বণ্টন কমিটির সদস্যদের প্রতি স্বাক্ষর সহ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ে ও উপজেলাতে ইহার অনুলিপি সংরক্ষণ করিবেন।

১৯. কোন পক্ষই এককভাবে এই চুক্তির কোন শর্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করিতে পারিবে না।

২০. চুক্তির কোন শর্ত লইয়া পক্ষসমূহের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সালিশ হিসাবে নিয়োগ করিতে হইবে এবং তাহার দেওয়া মতামতকে চূড়ান্ত বলিয়া সব পক্ষ মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

আমরা, এলজিইডির পক্ষ হইতে, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ হইতে, মহিলা কর্মিগণও জমির মালিকগণ অত্র চুক্তিনামার শর্তাবলী পরিপালনের ব্যাপারে নিজ সংস্থার ও আমাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছি এবং স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ও সবকিছু পরিপূর্ণভাবে হৃদয়াঙ্গম করিয়া চুক্তিনামাতে নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রদান করিলাম।

স্বাক্ষরঃ প্রথম পক্ষ

এলজিইডির পক্ষে উপজেলা প্রকৌশলী

------------- উপজেলা

সাক্ষী স্বাক্ষর

১) ------------------

২) ------------------

৩) ------------------

৪) ------------------

দ্বিতীয় পক্ষ

ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে চেয়ারম্যান

------------------ ইউনিয়ন পরিষদ

তৃতীয় পক্ষ

(মহিলা কর্মী) স্বাক্ষর

১) -------------------

২) -------------------

৩) -------------------

৪) -------------------

৫) -------------------

৬) -------------------

৭) -------------------

৮) -------------------

৯) -------------------

১০) -------------------

১১) -------------------

১২) -------------------

চতুর্থ পক্ষ

(জমির মালিক)

নামঃ স্বাক্ষর

১) ------------------------

২) ------------------------

৩) ------------------------

৪) ------------------------

৫) ------------------------

৬) ------------------------

৭) ------------------------

৮) ------------------------

৯) ------------------------

১০) ------------------------

১১) ------------------------

১২) ------------------------

সিডিউল- ১

(১) উপ-প্রকল্পের নাম ঃ

(২) উপ-প্রকল্প নং ঃ

(৩) অবস্থান
- (ক) ইউনিয়ন ঃ
- (খ) উপজেলা ঃ
- (গ) জেলা ঃ

(৪) বৃক্ষরোপনের স্থান ঃ

(৫) চারা গাছের সংখ্যা ঃ

(৬) প্রস্তাবিত অংশের দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) ঃ

(৭) বৃক্ষরোপনের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ

(৮) বৃক্ষরোপণ কাজ আরম্ভের সম্ভাব্য তারিখ ঃ

(৯) বৃক্ষরোপণ কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ঃ

১৫০ টাকা মূল্যমানের ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে সম্পাদনযোগ্য

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষে --------------------- জেলাধীন --------------------- উপজেলার একই অধিদপ্তরের উপজেলা প্রকৌশলীঃ প্রথম পক্ষ-

------------------ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (অতঃপর পাবসস নামে অবহিত) পক্ষে একই সমিতির সভাপতিঃ দ্বিতীয় পক্ষ-

সিডিউল-১ এ বর্ণিত কাজ বাস্তবায়নের জন্য এই চুক্তিনামা ----------------- বাং --------------- মোতাবেক ----------------ইং থেকে কার্যকরী হইল।

উভয় পক্ষ এতদ্বারা সম্মত হন যেঃ

(১) প্রথম পক্ষ কর্তৃক দেয় পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ চারা গাছ লাগানোর কাজ সম্পন্ন করিবে;

(২) দ্বিতীয় পক্ষকে ব্যাংক চেকের মাধ্যমে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০ ভাগ টাকা অগ্রীম হিসেবে বৃক্ষরোপণ বাবদ এই অর্থে দ্বিতীয় পক্ষ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করিবে;

(৩) দ্বিতীয় পক্ষ দ্বারা কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রথম পক্ষ পরিদর্শন করিয়া কাজের গুনাগুন পর্যালোচনা করিয়া সর্বশেষ কিস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন;

(৪) প্রথম পক্ষ সরকারী বা বেসরকারী নার্সারী থেকে বীজ/চারা সংগ্রহের কাজে দ্বিতীয় পক্ষকে সাহায্য/সহযোগিতা নিশ্চিত করিবেন;

(৫) গাছ লাগানোর কাজে দ্বিতীয় পক্ষ যে কোন কারিগরী পরামর্শ করিলে প্রথম পক্ষ সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসিবেন;

(৬) গাছ লাগানোর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে বিশেষ অবস্থায় প্রথম পক্ষ সময় বাড়ানোর বিষয় বিবেচনা করিবেন;

(৭) উপজেলা প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট পাবসস এর সুপারিশক্রমে কেয়ার-টেকার নিয়োগ করিবেন;

(৮) বাঁধের কোন অংশের গাছ মারা গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে পাবসস নিজ খরচে তা পুনঃ রোপনের ব্যবস্থা করিবেন;

(৯) বাঁধের জমিতে কোন প্রকার ঘরবাড়ী, ছাউনী বা অন্য কোন অবকাঠামো তৈরী করা যাইবে না। বৃক্ষরোপণ কাজে কিংবা অন্য কোন কারণে লাঙ্গল বা ঐ ধরনের কোন যন্ত্র ব্যবহার করা যাইবে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পাবসস সজাগ থাকিবেন এবং নিশ্চিত করিবে;

(১০) উৎপাদিত বৃক্ষ বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থের শতকরা ৫০% পাবসস গ্রহণ করবে, ১০% ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা হবে, ২০% বাঁধের পাশ্ববর্তী জমির মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হবে এবং ২০% উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ খরচ করা হবে।

উভয় পক্ষ উপরোল্লেখিত তারিখে স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিবেন।

<u>দ্বিতীয় পক্ষ</u>	<u>প্রথম পক্ষ</u>
____________________	____________________
পাবসস সভাপতির স্বাক্ষর	উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষর
নামঃ	নামঃ
পিতাঃ	
গ্রামঃ	

<u>স্বাক্ষী</u>

১। পাবসস সদস্যদের স্বাক্ষর

নামঃ

পিতাঃ

গ্রামঃ

২।

কেয়ার-টেকার দায়িত্ব কর্তব্য ও নিয়োগের শর্তাবলী

১। কেয়ার-টেকারদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে বাঁধের বা খালের পাড়ে রোপণকৃত চারা গাছ রক্ষণাবেক্ষণ করা যাতে গরু/ছাগলে নষ্ট করতে না পারে। পানির অভাবে যেন চারা গাছ মারা না যায় সে জন্য প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান। অনেক সময় দুষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা করে গাছ যেন নষ্ট করে না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখা। এ বিষয়ে নিজে অপারগ হলে সময়মত পাবসসকে অবহিত করা।

২। বাঁধের দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশের উভয় পার্শ্বের বৃক্ষ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৩। উপজেলা প্রকৌশলী উপ-প্রকল্পের পাবসস এর সুপারিশক্রমে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ফ্যাসিলিটেটরের পরামর্শক্রমে কেয়ার-টেকার নিয়োগ করবেন।

৪। কেয়ার-টেকারগণ প্রতি মাসে ১০০০ টাকা হারে পারিশ্রমিক পাবেন। প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের বেতন প্রদান করা হবে।

৫। পাবসস কেয়ার-টেকারের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন এবং বৃক্ষরোপণ এলাকা নিয়মিত পরিদর্শন করে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করবেন।

৬। কতর্ব্যে অবহেলা বা অনিয়মিত থাকলে এবং সতর্ক করার পরও সংশোধন না হলে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সাব-কমিটি পাবসস সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে উক্ত কেয়ার-টেকারকে বরখাস্ত করার সুপারিশ করবেন।

৭। দায়িত্ব প্রাপ্ত ফ্যাসিলিটেটর ও কমিউনিটি অর্গানাইজার কেয়ার-টেকার এবং গাছের পরিচর্যার জন্য সংশ্লিষ্ট পাবসসকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৮। কেয়ার-টেকারের কোন অসুবিধা বা কোন সমস্যা থাকলে তা পাবসসকে অবহিত করবেন।

৯। কেয়ার-টেকার অসুস্থতা বা অন্য কোন যুক্তিসংগত কারণে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকতে হলে পাবসসকে যথাসময় অবহিত করতে হবে।

১০। এলাকার কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে গাছ সংক্রান্ত বিষয়ে কেয়ার-টেকারের সাথে যে কোন ধরনের সমস্যা হলে পাবসসকে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট পাবসস প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

১১। পাবসস এবং কেয়ার-টেকারের মধ্যে কোন সমস্যা বা জটিলতার সৃষ্টি হলে উপজেলা প্রকৌশলী মীমাংসা করবেন।

১২। স্বেচ্ছায় কোন কেয়ার-টেকার পরিচর্যার কাজ করতে অনিচ্ছুক হলে তার পরিবর্তে নিয়ম মাফিক নতুন লোক নিয়োগ করা যাবে।

১৩। কর্তব্যে অবহেলার কারণে কোন চারা গাছ মারা গেলে অথবা নষ্ট হলে ক্ষতিগ্রস্থ চারার মূল্যের ২০% ব্যয় কেয়ার-টেকারকে বহন করতে হবে।

বাঁধে বৃক্ষরোপণ প্রণালীর নমুনা

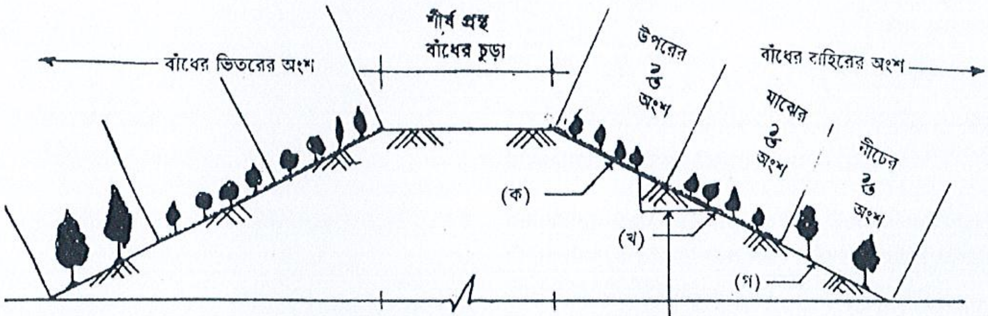

প্রস্থচ্ছেদ ক-ক

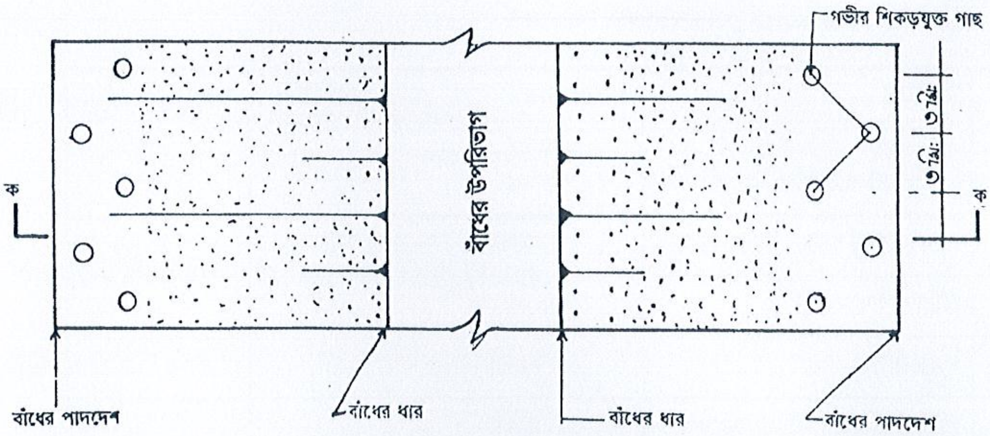

বাঁধে বৃক্ষরোপন পরিকল্পনা

Nation
Bulk
change
deal
degree
bulk
vivid
select
girl
combination
unknown
reason

বাঁধ/সংযোজনী-৬

মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ছক

অর্থ বছর: -------------------

উপ-প্রকল্পের নাম :

উপ-প্রকল্প নং :

উপজেলা :

জেলা :

বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়ীত বাঁধ (কি:মি:) :

বৃক্ষরোপণ ব্যয় (টাকা) :

রূপায়নকৃত গাছের সংখ্যা :

প্রতিবেদন মাস :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	ইউনিট	অগ্রগতি	মন্তব্য
১।	বৃক্ষরোপণ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	%		
২।	বাঁধে খালের পাড়ে জীবিত গাছ	সংখ্যা		
৩।	জীবিত গাছের হার	%		
৪।	পুনঃরোপিত গাছ	সংখ্যা		
৫।	কেয়ার-টেকার (মহিলা) নিয়োগ	সংখ্যা		

কমিউনিটি অর্গানাইজারের স্বাক্ষর

উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষর

Key Documents

স্থানীয় সরকার বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ বন্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, জানুয়ারী ২০০৩
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	ঃ	পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী নির্দেশিকা
LGED/RDP-4	ঃ	Operational Guidelines and Instructions for Utilization of Investment Fund, December 1998.
Local Government Division	ঃ	Planning and Implementation Guidelines for Road Tree Plantation & Maintenance Program of the USAID, LGED and CARE implemented BUILD project of the IFSP, December 1999.
Ministry of Environment and Forest	ঃ	Planning and Implementation Methodology For WFP Assisted Afforestation Scheme To Be Implemented By GOB/NGOs Under Rural Development Program, May 1999.
LGED/RDP-16	ঃ	Methodology and Operational Guidelines for Labour Instensive Scheme by LCS & Lengthmen System, May 1997.
এলজিইডি/পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প- ১৬	ঃ	এল, সি, এস প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, ১৯৯৫।
এলজিইডি/ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প	ঃ	বৃক্ষরোপণ বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, মে ২০০০।
এলজিইডি/ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প	ঃ	এল, সি, এস প্রশিক্ষণ গাইডলাইন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯।
বন বিভাগ/ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প	ঃ	নার্সারী উত্তোলন ও সামাজিক বনায়ন ম্যানুয়াল, মে ২০০১।
এলজিইডি	ঃ	পল্লী রাস্তা ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী নির্দেশিকা, জুন ২০০২।
এলজিইডি/ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১	ঃ	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ স্কীম বাস্তবায়ন নীতিমালা, নভেম্বর ১৯৯৯।
এলজিইডি/ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১	ঃ	এল, সি, এস মহিলাদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ সহায়িকা।